বাংলা ফরায়েয

মরহুম
হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব
প্রিন্সিপাল, আল-জামেয়াতুল কোরআনিয়া,
লালবাগ, ঢাকা-১২১১

প্রকাশক :
মোহাম্মদ ইউসুফ
আশরাফিয়া লাইব্রেরী
৪, হাকিম হাবিবুর রহমান রোড, ঢাকা—১২১১
ফোন : ২৩৪৭৮৯

[ষষ্ঠ প্রকাশ]

মূল্য ১০.০০

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা		হাকিকী ভগ্নী	২০
ফরায়েয অনুসারে ত্যাজ্য		আল্লাতি ভগ্নি	২১
সম্পত্তি বণ্টন করার ফযীলত	৫	বৈপিত্র ভাই-ভগ্নি	২২
ফরায়েয অনুসারে ত্যাজ্য		আছাবা	২৩
সম্পত্তি বণ্টন না করার শাস্তি	৬	"রদ্দের" বয়ান	২৫
পদ্যে ফরায়েয	১২	"আওল"-এর বয়ান	২৫
ওয়ারিসদের প্রকার	১৬	যবিল আরহামের বয়ান	২৭
মা — —	১৭	অঙ্ক জানা আবশ্যক	৩০
বাপ ...	১৭	যোগ অঙ্কের আবশ্যকতা	৩৫
দাদা ...	১৮	বিয়োগ অঙ্কের আবশ্যকতা	৩৬
স্বামী ..	১৮	গুণ বা পূরণ অঙ্কের	
স্ত্রী ...	১৮	আবশ্যকতা	৩৭
কন্যা ...	১৯	ভাগ অঙ্কের আবশ্যকতা	৩৮
পত্নী ...	১৯	সতর্কবাণী	৪৪
দাদী ...	২০	ফরায়েযের ৪১টিপ্রশ্ন	
নানী ...	২০	ও উহার উত্তর	৪৯

প্রকাশকের আরয

পাক-ভারত উপমহাদেশের—বিশেষ করিয়া বাংলার মুসলিম সমাজের নিকট নতুন করিয়া হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেবের পরিচয় দেওয়ার কোন প্রয়োজন পড়ে না। এককালে মুসলমানদের প্রায় সকল দ্বীনি কিতাবই আরবী অথবা উর্দু ভাষায় ছিল বলিয়া সাধারণ বাংগালী মুসলমানদের অত্যাবশ্যকীয় দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণের পথেও একটি বড় রকমের বাধা ছিল। এই বাধাটি অপসারণের উদ্দেশ্যে অন্যান্য কতিপয় বাংগালী আলেম দ্বীনি কিতাবসমূহ বাংলা ভাষায় সংকলনের কাজে অবতীর্ণ হইলেও এক্ষেত্রে হযরত মাওলানা শামসুল হক সাহেবের অবদানই সবচাইতে বেশী। তিনি এপর্যন্ত বাংলা ভাষায় অসংখ্য দ্বীনি কিতাব রচনা, সংকলন ও অনুবাদ করিয়াছেন। এজন্য বাংলার মুসলিম সমাজ তাঁর নিকট বাস্তবিকই চির ঋণী।

মুসলমানদের জন্য ইসলামী ফরায়েয একটি নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কিন্তু এপর্যন্ত বাংলা ভাষায় বিশুদ্ধ ও নির্ভুল মাসআলা মাসায়েল অবলম্বনে ফরায়েয সংক্রান্ত কোন ভাল প্রামাণিক পুস্তক রচিত হয় নাই। এবার সর্বপ্রথম হযরত মাওলানা শামসুল হক সাহেব এই অভাবটি পূরণ করিয়া বাংগালী মুসলমানদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইলেন।

আশা করি, বাংলার মুসলিম সমাজ ইহাদ্বারা বিশেষ উপকৃত হইবে এবং উপকৃত ভাইগণ গ্রন্থকার ও প্রকাশকের পক্ষে নেক দোয়া করিবেন। তবেই আমাদের শ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব। ইতি—

প্রকাশক

ভূমিকা

বাংলা ভাষায় কোন নির্ভরযোগ্য ফরায়েযের কিতাব বাংলাদেশে প্রচার হয় নাই, অথচ ইহার খুবই আবশ্যক ছিল। বহু বন্ধু-বান্ধবের আকাংখা ছিল যে, আমি এ বিষয়ে কিছু লিখিয়া সমাজের খেদমত করি। তাই বন্ধুদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষায় এই "বাংলা ফরায়েয" নামক কিতাবখানি লিখি এবং আমার দোস্ত মৌঃ আঃ আজীজ প্রোঃ আশরাফিয়া লাইব্রেরী ইহা ৫ বৎসর পূর্বে ছাপাইয়া প্রচার করিয়া আসিতেছেন।

এই কিতাবের শেষাংশে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া ইহার উত্তর লিখিবার সময় হইয়া উঠে নাই, এই অভাবটুকু রহিয়া যায়। এবার ২য় এডিশনে প্রকাশক আমার পরম দোস্ত মাওলানা মুহিবুর রহমান আহমদ (মোহাদ্দেছ) সাহেবের দ্বারা ঐ প্রশ্নগুলির উত্তর অতি সুন্দরভাবে লিখাইয়া প্রত্যেক প্রশ্নের নিম্নে উহার উত্তরসহ ছাপাইয়াছেন।

এছাড়াও গত এডিশনে অলক্ষ্যে কতকগুলি ভুল থাকিয়া যায়। জনাব মাওলানা মুহিবুর রহমান আহমদ সাহেব অত্যন্ত সতর্কতার সহিত ঐগুলিরও সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।

জনাব মোহাদ্দেছ সাহেব ও প্রকাশকের আন্তরিক শুকরিয়া জানাইতেছি এবং তাঁহাদের জন্য দোয়া করিতেছি।

নাচিজ

শামসুল হক

৭-৩-৬১ ইং

بسم الله الرحمن الرحيم
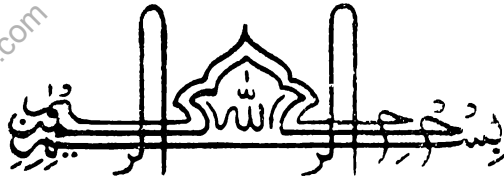
ফরায়েয অনুসারে ত্যাজ্য সম্পত্তি বণ্টন করার ফযীলত

আল্লাহ তা'আলা কোরআন শরীফে পরিস্কার ভাষায় বলিয়াছেন —যাহারা আল্লাহ্‌র হুকুম পালন **করতঃ** আল্লাহ্ যে ফরায়েয আইন করিয়াছেন তাহা মান্য করিবে, তাহারা বেহেশ্‌তী হইবে।

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ০

অর্থ—ইহা অর্থাৎ এই ফরায়েয আইন ও নির্ধারিত অংশ আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখা এবং আল্লাহ্‌র নির্ধারিত অংশ সমূহ। যাহারা আল্লাহ্‌র আদেশ এবং তাঁহার রাসূলের আদেশ মান্য করিবে, তাহাদিগকে আল্লাহ্ বেহেশ্‌তে স্থান দান করিবেন—

এমন বেহেশ্‌ত যেখানে জরা-মরা বা দুঃখ-কষ্টের নাম নিশানা নাই। এমনকি তথায় গাছের গোড়ায় পানি দেওয়ারও দরকার পড়িবে না, সব জায়গায় আপনা-আপনিই পানির নদী প্রবাহিত হইতে থাকিবে ও বেহেশ্‌তবাসীগণ চিরকাল থাকিবে এবং ইহাই মানব জীবনের সবচেয়ে বড় সাফল্য ও বড় মক্‌ছুদ।

ফরায়েয অনুসারে ত্যাজ্য সম্পত্তি বণ্টন না করার শাস্তি

আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন শরীফে পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন —যাহারা আল্লাহ্‌র নির্ধারিত আইন অমান্য করিবে তাহারা দোযখবাসী হইবে। ফরায়েয অর্থ নির্ধারিত আদেশ ও আইন এবং আল্লাহ্‌র নির্ধারিত অংশ সমূহ।

কোরআন মজীদের আয়াত—

وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ

نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝

অর্থ—যে কেহ আল্লাহ্‌র আদেশ, আল্লাহ্‌র রাসূলের আদেশ, আল্লাহ্‌র আইনে নির্ধারিত অংশ ও তাঁহার নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করিবে, তাহাকে আল্লাহ্ দোযখবাসী করিবে, তথায় সে চিরকাল থাকিবে এবং তথায় তাহাকে ভীষণ অপমানজনক শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

সহীহ হাদীস—

যে কেহ **অন্যায়ভাবে** অপরের (**অপর বলিতে** সে **স্ত্রী** হউক, মেয়ে হউক, ছেলে **হউক,** ভাই হউক, ভগ্নী হউক, চাচা হউক, **ভাতিজা** হউক, যে কেহ হউক তাহার **সন্তুষ্টি** ও এজাজত ব্যতিরেকে তাহার) কিছুমাত্র **সম্পত্তি** হরণ করে, এমনকি এক **বিঘত জমিনও** যদি হয়, উহা তাহার **জন্য** হালাল হইবে না। কেয়ামতের দিন ঐ এক **বিঘত জমি** অন্যায় দখলের কারণে সাত তবক **জমিন** তাহার উপর চড়াইয়া দেওয়া হইবে।

অনেকে বোনের ন্যায্য অংশ দেয় না, দুর্বল গরীবের, এতিমের, বিধবার সম্পত্তি ষোল আনা বুঝাইয়া দেয় না বা ঠকাইয়া দেয় ; অনেকে বিধবার অন্যত্র বিবাহ হইয়া গেলে তাহার পূর্বের স্বামীর অংশ তাহাকে দেয় না বা অনেকে মার অন্য পক্ষের সন্তান থাকিলে তাহাকে অংশ দেয় না—এসব কাফেরী রছম এবং ভীষণ পাপ। এহেন পাপের কাজ হইতে মুসলমানদের বাঁচিয়া থাকা একান্ত কর্তব্য।

সূরায়ে নেছার ২য় রুকু এবং শেষ আয়াত—

يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَوْلَادِكُمْ - لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ

الْاُنْثَيَيْنِ - فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا

مَاتَرَكَ - وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ - وَلِاَبَوَيْهِ

لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ

وَلَدٌ ـ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗۤ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ

الثُّلُثُ ـ فَاِنْ كَانَ لَهٗۤ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ

بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِىْ بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ـ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْ

لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ـ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ

اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ـ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ

وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ

بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ـ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ

لَّكُمْ وَلَدٌ ـ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ـ وَاِنْ كَانَ

رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗۤ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ

فلكل واحد منهما السدس - فان كانوا اكثر من

ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها

او دين - غير مضار وصية من الله - والله عليم

حليم ○ تلك حدود الله - ومن يطع الله

ورسوله يدخله جنت تجري من تحتها الانهر

خلدين فيها وذلك الفوز العظيم ○ ومن يعص

الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها

وله عذاب مهين ○

ছুরা নেছার শেষ আয়াত—

يستفتونك - قل الله يفتيكم في الكللة

ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف

ما ترك - وهو يرثها ان لم يكن لها ولد - فان

كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ - وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا - وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

অর্থ—আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সন্তান-সন্ততি সম্বন্ধে বিধান দান করিতেছেন। পুত্র এবং কন্যা উভয়ে বর্তমান থাকিলে পুত্র কন্যার দ্বিগুণ পাইবে। পুত্র না থাকিয়া শুধু কন্যা থাকিলে, দুই বা ততোধিক কন্যা হইলে তাহারা (স্থাবর-অস্থাবর সম্পূর্ণ) ত্যাজ্য সম্পত্তির $\frac{2}{3}$ অংশ পাইবে এবং এক কন্যা হইলে সে $\frac{1}{2}$ অংশ পাইবে। মৃত ব্যক্তির সন্তান (পুত্র বা কন্যা) থাকিলে তাহার পিতা এবং মাতা প্রত্যেককে $\frac{1}{6}$ অংশ পাইবে, আর যদি সন্তান না থাকে এবং তাহার পিতা ও মাতা উভয়ই বর্তমান থাকে তবে মাতা $\frac{1}{3}$ অংশ পাইবে (এবং পিতা আছাবা হইয়া যাইবে)। কিন্তু যদি একাধিক ভাইবোন থাকে তবে মাতা $\frac{1}{6}$ অংশ পাইবে। অবশ্য মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ এবং অছিয়ত পূরণ করার পর ওয়ারিসগণ অংশ পাইবে। পিতা এবং পুত্র উভয়ের মধ্যে কে তোমাদের জন্য অধিক উপকারী এবং সাহায্যকারী, তাহা তোমরা অবগত নও। আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছু জানেন এবং তাঁহার নির্দেশ অটুট ও নির্ভুল। তিনি (স্বয়ং) এই অংশ

সমূহ নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন (ইহা অপেক্ষা উত্তম আইন আর হইতে পারে না ; অতএব তোমাদের সকলের এই আইন মানিয়া চলা উচিৎ)।

স্ত্রীর মৃত্যুকালে যদি তাহার গর্ভজাত সন্তান না থাকে, তবে স্বামী তাহার ত্যাজ্য সম্পত্তির $\frac{1}{2}$ অংশ পাইবে, আর যদি সন্তান থাকে, তবে স্বামী $\frac{1}{4}$ অংশ পাইবে—ঋণ এবং অছিয়ত পরিশোধ করার পর।

স্বামীর মৃত্যুকালে যদি তাহার ঔরসজাত সন্তান না থাকে, তবে স্ত্রী তাহার ত্যাজ্য সম্পত্তির $\frac{1}{4}$ অংশ পাইবে, আর যদি সন্তান থাকে তবে স্ত্রী $\frac{1}{8}$ অংশ পাইবে—ঋণ এবং অছিয়ত পরিশোধ করার পর।

মৃত ব্যক্তির যদি পিতা বা পুত্র না থাকে, তবে তাহার ভাই বা ভগ্নী অংশ পাইবে। বৈপিত্রেয় ভাই এবং ভগ্নী উভয়ে সমান অংশ পাইবে। যদি একজন হয় তবে $\frac{1}{6}$ অংশ. পাইবে, আর যদি একাধিক হয় তবে $\frac{1}{3}$ অংশ সকলে ভাগ করিয়া লইবে। একজন মাত্র সহোদরা ভগ্নী হইলে $\frac{1}{2}$ অংশ পাইবে এবং একাধিক হইলে $\frac{2}{3}$ অংশ পাইবে, তৎসঙ্গে সহোদর ভাই থাকিলে ভাই ভগ্নীর দ্বিগুণ অংশ পাইবে। সহোদর ভাই থাকিলে বৈমাত্রেয় ভাই বা ভগ্নী কিছুই পাইবে না। একমাত্র সহোদরা ভগ্নী থাকিলে সে $\frac{1}{2}$ অংশ পাইবে এবং তাহার সঙ্গে এক বা একাধিক বৈমাত্রেয় ভগ্নী থাকিলে তাহারা মোটের উপর ($\frac{2}{3}$—$\frac{1}{2}$) = $\frac{1}{6}$ অংশ পাইবে।

———

পদ্যে ফরায়েয

নামেতে আল্লার যিনি রহমান ও রহীম,
প্রশংসার যোগ্য তিনি, তিনিই করীম।
তাঁহার হাবীব পর দরূদ ও সালাম,
আলোতে যাঁহার বিশ্ব হয়েছে রওশন।
"তরেকা" কেমনে ভাগ করিতে হইবে,
না-চীজ ফকীর তাহা এখানে বলিবে।

(১) সন্তান থাকিলে বাপে ছোদোছ ($\frac{১}{৬}$) পাইবে,
নইলে সমস্ত মাল পাইয়া যাইবে।

(২) বাপ না থাকিলে দাদা বাপের মতন,
যদি থাকে তবে দাদা পাবে না কখন।

(৩) বৈপিত্রেয় ভাই-বোন সবই সমান,
দু'য়েতে "ছোলোছ" ($\frac{১}{৩}$) একে "ছোদোছ" প্রমাণ

(৪) সন্তান থাকিলে স্বামী সিকি অংশ পাবে,
না হলে অর্ধেক মাল তাকে দিয়া দিবে।

(৫) সন্তান থাকিলে বিবি দুয়ানি পাইবে,
নইলে তাহাকে সিকি অংশ দেওয়া হবে।

(৬) একটি মাত্র বেটী হলে অর্ধেক পাইবে,
বেশী হলে ছোলোছায়েন ($\frac{২}{৩}$) ভাগ করে নিবে।

(৭) বেটী না থাকিলে পৌত্রী বেটীর মতন,
থাকিলে বুঝিবা কিছু পায় না তখন।

এক বেটী হলে পৌত্রী ছোদোছ পাইবে,
বেশী যদি হয় তবে কিছু না পাইবে।
হাঁ যদি তাদের সঙ্গে ভাই কেহ থাকে,
তবে বোন ভাই সহ অংশদার থাকে।

(৮) এক বোন যদি থাকে অর্ধেক পাইবে,
বেশী হলে ছোলোছায়েন হিস্বা দেয়া হবে।
ভাইও সঙ্গেতে তার যদিচ থাকিবে'
তবে সেই ভাই বোনের দ্বিগুণ পাইবে।
বেটি সহ বোনে পায় অবশিষ্ট মাল,
আদেশ পালন কর পালাবে জঞ্জাল।

(৯) সহোদর ভাই-বোন যদি না থাকিবে,
বৈমাত্রেয় বোন তবে অংশদার হবে।
কিন্তু যদি থাকে বাকি একটি মাত্র বোন,
ছোদোছ পাইবে তবে বৈমাত্রেয় বোন।
বাপ বা সন্তান যদি থাকে মাইয়্যেতের,
কিছু না হইবে অংশ ভাই বা বোনের।

(১০) ভাই বোন দুই কিম্বা সন্তান থাকিলে,
ছোদোছ পাইবে মাতা আইনের বলে।
এইমত না হইলে পাইবে ছোলোছ।
স্বামী বা স্ত্রী সহ বাকীর ছোলোছ।

(১১) মা না থাকিলে দাদী, নানী অংশ পাবে—
ছয় ভাগের এক ভাগ মোট দিতে হবে।

(১২) বাপ যদি থাকে দাদী কিছু না পাইবে,
কিন্তু নানী অংশ তার পাইয়া যাইবে।
স্ত্রী-পুরুষ মোট এই বার জন হল,
শরীয়ত মতে সবে এই অংশ পেল।

আছাবা

অংশ অংশদারে দিয়ে যাহা কিছু রয়,
আছাবারা তাহা সব সামটিয়া লয়।
সন্তান প্রথমে, পর বাপ-দাদা আসে,
তারপর ভাই, তারপরে চাচা আসে।
সহোদর ভাই হলে সতাল মাহরুম,
শরার তরতীব এই পালন করুন।

আউল ও রদ

এক হতে অংশ যদি কভু বেড়ে যায়,
এক ছেড়ে অংশ লইয়ে ভাগ দিতে হয়।
ইহাকেই "আউল" বলে পরিভাষা মতে,
ভুলিও না সাবধান রাখিও মনেতে।
অংশদারে অংশ দিয়ে যদি কিছু বাঁচে,
আছাবা না হলে রদ করে নিবে পিছে।
অংশ অনুযায়ী রদ করিতে হইবে,
কিন্তু রদে স্বামী-স্ত্রী কিছু না পাইবে।

বিষম সহজ কিন্তু লোক বলে কড়া,
অবশ্য কর্তব্য আরো ফরায়েয-পড়া।
সহজ করিতে তাই পদ্য করিলাম,
অর্থ লোভী হইওনা—শেষ বলিলাম।

মানুষ মরিয়া গেলে সর্বপ্রথমে তাহার কাফন-দাফন করিতে হইবে। (অর্থাৎ গোসল দিতে হইবে, কাফনের কাপড়, আতর, কপূর, সাবান, ইত্যাদি লাগিবে, বাঁশ, কবর লাগিবে ইত্যাদি। ইহাতে যাহা কিছু খরচ লাগিবে তাহা তাহার যাহা কিছু ত্যাজ্য সম্পত্তি থাকে তাহা হইতে লওয়া হইবে।) তারপর তাহার ত্যাজ্য সম্পত্তি হইতে তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। ঋণ পরিশোধ হইয়া যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহা হইতে তাহার অছিয়তগুলি পূরণ করিতে হইবে। কিন্তু অছিয়তের পরিমাণ যদি তাহার সম্পত্তির $\frac{১}{৩}$ অংশ অপেক্ষা অতিরিক্ত হয়, তবে অতিরিক্ত অংশে ওয়ারিসগণের বিনা অনুমতিতে অছিয়ত জারী হইতে পারিবে না। ওয়ারিসগণের অনুমতি হইলে সম্পূর্ণ অছিয়ত জারী হইবে, নতুবা শুধু $\frac{১}{৩}$ অংশে অছিয়ত জারী হইবে, অতিরিক্ত বাতিল হইবে।

এইরূপে অছিয়ত পূরণ করার পর স্থাবর-অবস্থাবর যাহা কিছু সম্পত্তি থাকে তাহা ওয়ারিসগণের মধ্যে সর্ব-বিধাতা আহ্কামুল হাকেমীন আল্লাহ্র আইন—ফরায়েয শাস্ত্র অনুসারে কড়ায় ক্রান্তিতে বন্টন করিয়া লইতে হইবে।

ওয়ারিস তিন প্রকার—(১) যবিল ফরূয, (২) আছাবা এবং (৩) যবিল আরহাম।

'যবিল ফরূয' ঐসব ওয়ারিসগণকে বলে যাহাদের অংশ উল্লেখ করিয়া শরীয়তে অংশ নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

❁ 'আছাবা' ঐ সমস্ত ওয়ারিসগণকে বলে যাহারা যবিল ফরূযগণের নির্ধারিত অংশ বাহির হইয়া যাওয়ার পর অবশিষ্ট সম্পূর্ণ সম্পত্তির অধিকারী হয়, যথা—(১) পুত্র-পৌত্রাদি, (২) বাপ, দাদা ইত্যাদি, (৩) ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র ইত্যাদি (৪) চাচা, চাচাত ভাই ইত্যাদি।

যবিল ফরূয এবং আছাবা ব্যতীত অন্যান্য রেশ্‌তাদারগণকে যবিল আরহাম বলে, যথা—(১) নাতিন, (২) নানা, নানার মা, (৩) ভাগ্নী এবং (৪) ফুফু, খালা, মামু ইত্যাদি।

যবিল ফরূয বা আছাবার মধ্যে কেহ বর্তমান থাকিলে যবিল আরহাম ওয়ারিস হয় না। স্বামী এবং স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও যবিল আরহাম ওয়ারিস হয়।

যবিল ফরূয মোট ১২ জন; যথা—(১) মা, (২) বাপ, (৩) দাদা, (৪) স্বামী, (৫) স্ত্রী, (৬) কন্যা, (৭) পৌত্রী, (৮) দাদী, (৯) হাকীকী ভগ্নী (সহোদরা ভগ্নী), (১১) আল্লাতি ভগ্নী (বৈমাত্রেয় ভগ্নী) এবং (১২) আখয়াফী ভাই-ভগ্নী (বৈপিত্রেয় ভাই-ভগ্নী)।

❁ যে সমস্ত রেশতাদার নিজে পুরুষ এবং কোন পুরুষের দ্বারাই সম্পর্কে জড়িত তাহাদিগকে আছাবা বলে এবং যাহারা নিজে পুরুষ নয় অথবা কোন মেয়েলোকদের দ্বারা সম্পর্কে জড়িত তাহাদিগকে যবিল আরহাম বলে।

(১) মা

মার তিনটি অবস্থা। ১ম—যদি সন্তান (অর্থাৎ পুত্র-কন্যা এবং পোতা-পুত্নী হইতে একজনও) না থাকে বা তিন প্রকারের ভাই-ভগ্নী হইতে ২ জন না থাকে, তবে মা সম্পূর্ণ সম্পত্তির ১/৩ অংশ পাইবে। ২য়—যদি সন্তান অর্থাৎ পুত্র কন্যা বা পোতা-পুত্নী একজনও থাকে অথবা তিন প্রকারের ভাই-ভগ্নী হইতে ২ জন থাকে, তবে মা সম্পূর্ণ সম্পত্তির ১/৬ অংশ পাইবে। ৩য়—যদি সন্তান অর্থাৎ পুত্র কন্যা এবং পোতা-পুত্নী হইতে একজনও না থাকে অথবা তিন প্রকারের ভাই ভগ্নী হইতে ২ জন না থাকে এবং শুধু স্বামী বা স্ত্রী এবং মা ও বাপ ওয়ারিস হয়, তবে স্বামী বা স্ত্রীর অংশ দেওয়ার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, মা সেই অবশিষ্টের ১/৩ অংশ পাইবে এবং যদি এই সঙ্গে এক ভাইও থাকে তবুও এইরূপ পাইবে। এই ছুরতেই যদি বাপ না থাকে এবং মা ও দাদা ওয়ারিস হয়, তবে মা পূর্ণ সম্পত্তির ১/৩ অংশ পাইবে।

(২) বাপ

বাপের তিন অবস্থা। ১ম—যদি সন্তান না থাকে, তবে বাপ আছাবা হইবে। ২য়—যদি পুত্র সন্তান থাকে (পুত্র বা পৌত্র), তবে বাপ ১/৬ অংশ পাইবে। ৩য়—যদি পুত্র সন্তান না থাকে কিন্তু মেয়ে বা পুত্নী থাকে, তবে বাপ ১/৬ অংশ পাইবে এবং

মেয়েরা তাহাদের অংশ নেওয়ার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাও বাপ পাইবে।

(৩) দাদা

বাপ থাকিলে দাদা কিছুই পায় না। বাপের যেরূপ তিন অবস্থা বলা হইয়াছে, বাপ না থাকিলে দাদারও সেইরূপ তিন অবস্থা। অর্থাৎ—১। যদি কোনরূপ সন্তান না থাকে (এবং বাপও না থাকে), তবে দাদা আছাবা হইবে। ২। যদি পুত্র সন্তান থাকে বাপ না থাকে, তবে দাদা ১/৬ অংশ পাইবে। ৩। যদি পুত্র সন্তান না থাকে, (বাপও না থাকে) কিন্তু কন্যা সন্তান থাকে, তবে দাদা ১/৬ অংশ পাইবে এবং কন্যাদের অংশ যাওয়ার পর অবশিষ্ট যাহা থাকিবে তাহাও দাদা পাইবে।

(৪) স্বামী

স্বামীর দুই অবস্থা—১। স্ত্রীর কোনরূপ সন্তান থাকিলে যথা—পুত্র, কন্যা ইত্যাদি; চাই এই স্বামীর ঔরসজাত হউক বা অন্য স্বামীর তখন স্বামী ১/৪ অংশ পাইবে। ২। পুত্র সন্তান বা কন্যা সন্তান কিছুই না থাকিলে স্বামী ১/২ অংশ পাইবে। তালাকের ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রী মরিয়া গেলেও স্বামী উপরিউক্ত হিসাবে অংশ পাইবে।

(৫) স্ত্রী

স্ত্রীর দুই অবস্থা। সন্তান থাকিলে (এই স্ত্রীর গর্ভজাত হউক, বা অন্য স্ত্রীর) স্ত্রী ১/৮ অংশ পাইবে। সন্তান না

থাকিলে স্ত্রী $\frac{1}{4}$ অংশ পাইবে। একাধিক স্ত্রী থাকিলে তাহাদের অংশ বাড়িবে না ; বরং ঐ $\frac{1}{4}$ অংশ বা $\frac{1}{8}$ অংশই তাহারা আপোষে ভাগ করিয়া লইবে। তালাকের ইদ্দতের মধ্যে স্বামী মরিয়া গেলেও স্ত্রী উপরিউক্ত অংশ পাইবে।

(৬) কন্যা بنت

কন্যার তিন অবস্থা। ১। যদি এক কন্যা থাকে এবং পুত্র না থাকে, তবে সে $\frac{1}{2}$ অংশ পাইবে। ২। যদি দুই বা ততোধিক কন্যা থাকে এবং পুত্র না থাকে, তবে তাহারা $\frac{2}{3}$ অংশ পাইবে। ৩। যদি পুত্র থাকে তবে কন্যারা পুত্রদের সঙ্গে আছাবা হইবে এবং পুত্রেরা কন্যাদের দ্বিগুণ অংশ পাইবে।

(৭) পুত্রী (পৌত্রী) بنات الابن

পুত্রীর ছয় অবস্থা। যদি পুত্রও না থাকে এবং কন্যাও না থাকে, তবে —১। এক পুত্রী থাকিলে সে $\frac{1}{2}$ অংশ পাইবে। ২। একাধিক পুত্রী থাকিলে তাহারা $\frac{2}{3}$ অংশ পাইবে। ৩। যদি পুত্র না থাকে এবং একটিমাত্র কন্যা থাকে তবে এক বা একাধিক পুত্রী থাকিলে তাহারা মোট $\frac{1}{6}$ অংশ পাইবে। ৪। যদি পুত্র থাকে, তবে পুত্রীরা কিছুই পাইবে না। ৫। যদি পুত্র না থাকে এবং দুই কন্যা থাকে, তাহা হইলেও পুত্রীরা কিছুই পাইবে না। ৬। কিন্তু যদি পুত্রীদের সঙ্গে তাহাদের সমশ্রেণীতে এক বা একাধিক পুত্র সন্তান থাকে অর্থাৎ তাহাদের ভাই বা চাচাত ভাই (মৃত ব্যক্তিদের পোতা) থাকে অথবা

সমশ্রেণী অভাবে নিম্ন শ্রেণীতে এক বা একাধিক পুত্র সন্তান থাকে অর্থাৎ তাহাদের ভাই-পো বা ভাই-পোর পুত্র থাকে, তবে ঐ পুত্র সন্তানদের কারণে পুত্রীরা আছাবা হইয়া যাইবে এবং পুত্র-সন্তান কন্যা সন্তানের দ্বিগুণ হিসাবে পাইবে।

৮। দাদী

মা কিংবা বাপ কেহ জীবিত থাকিলে দাদী কিছুই পাইবে না। যদি মা অথবা বাপ কেহই জীবিত না থাকে, তবে পুত্র কন্যা থাকা সত্ত্বেও দাদী ১/৬ অংশ পাইবে।

৯। নানী

মা জীবিত থাকিলে নানী কিছুই পাইবে না। মা যদি জীবিত না থাকে, তবে বাপ থাকা সত্ত্বেও (বা পুত্র-কন্যা ভাই-বোন থাকা সত্ত্বেও) নানী ১/৬ অংশ পাইবে। যদি নানী এবং দাদী উভয়ে জীবিত থাকে এবং উভয়ই ওয়ারিস হয়, তবে উভয়ে মোট ১/৬ অংশ পাইবে এবং তাহাই দুইজনে পরস্পর সমান ভাগ করিয়া লইবে।

১০। হাকিকী ভগ্নী (সহোদরা বোন)

হাকিকী ভগ্নীর পাঁচ অবস্থা ১। যদি মাত্র একজন সহোদরা ভগ্নী থাকে, তবে ১/২ অংশ পাইবে। ২। যদি একাধিক সহোদরা ভগ্নী থাকে, তবে তাহারা ২/৩ অংশ পাইবে। ৩। যদি সহোদরা ভগ্নীর সঙ্গে সহোদর ভাই থাকে তবে সহোদরা ভগ্নী আছাবা হইবে এবং ভাই ভগ্নীর দ্বিগুণ পাইবে। ৪। যদি সহোদরা ভগ্নীর সঙ্গে মৃত ব্যক্তির কন্যা বা কন্যা অভাবে পুত্রী

(এক বা একাধিক) থাকে, তবে কন্যা বা পুত্রীর অংশ বাদে অবশিষ্ট যাহা থাকিবে তাহা ভগ্নী পাইবে (একজন হউক বা একাধিক হউক) অর্থাৎ ভগ্নী এই ক্ষেত্রে আছাবা মা'আল গায়ের হইবে। পুত্র, পৌত্র, বাপ বা দাদা থাকিলে ভাই-বোনে কিছুই পাইবে না।

১১। আল্লাতি ভগ্নী (বৈমাত্রী ভগ্নী)

বৈমাত্রী ভগ্নীর সাত অবস্থা—১। হাকিকী ভাই-বোন না থাকিলে যদি বৈমাত্রী ভগ্নী একজন মাত্র থাকে, তবে $\frac{১}{২}$ অংশ পাইবে এবং ২। যদি দুই বা ততোধিক থাকে, তবে তাহারা $\frac{২}{৩}$ অংশ পাইবে। ৩। যদি হাকিকী বোন একজন মাত্র থাকে, তবে বৈমাত্রী বোন একজন থাকুক বা একাধিক থাকুক—তাহারা $\frac{১}{৬}$ অংশ পাইবে। ৪। যদি হাকিকী বোন দুইজন বা বেশী থাকে, তবে বৈমাত্রী ভগ্নীরা কিছুই পাইবে না। ৫। কিন্তু বৈমাত্রী ভগ্নীর সঙ্গে যদি বৈমাত্র ভাইও থাকে, তবে তাহারা আছাবা হইবে ; তখন হাকিকী ভগ্নীগণ তাহাদের $\frac{২}{৩}$ অংশ নেওয়ার পর অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা বৈমাত্র ভাই-ভগ্নীগণ আছাবা হিসাবে পাইবে এবং ভাই ভগ্নীর দ্বিগুণ পাইবে। ৬। যদি হাকিকী ভাই-বোন না থাকে, তবে বৈমাত্রী ভগ্নী কন্যার সঙ্গে (বা কন্যা অভাবে —পুত্রীর সঙ্গে) আছাবা হইবে। ৭। বাপ, দাদা, বেটা বা পোতা থাকিলে অথবা হাকিকী ভগ্নী আছাবা হইলে বৈমাত্র ভাই বা বৈমাত্রী ভগ্নী কিছুই পাইবে না।

১২। বৈপিত্র ভাই-ভগ্নী (আখিয়াফি ভাই-ভগ্নী)

বাপ দুই ও মা এক হইলে অর্থাৎ মার অন্য স্বামীর সন্তানকে আখিয়াফি ভাই বা ভগ্নী বলে। অর্থাৎ হয়ত কোন মেয়েলোকের এক জায়গায় বিবাহ হইয়াছিল, সেই স্বামী মরিয়া গিয়াছিল অথবা তালাক দিয়াছিল, পরে আবার অন্য জায়গায় বিবাহ হইয়াছে। এখন এই দুই পক্ষের ছেলে-মেয়েরা পরস্পর আখিয়াফি ভাই ভগ্নী। আখিয়াফী ভাই এবং ভগ্নী সমান সমান অংশ পায়। অন্যান্য জায়গায় যেমন ভাই ভগ্নীর দ্বিগুণ পায় অথবা এক বোন হইলে ১/২ অংশ পায় এবং দুই বোন হইলে ২/৩ অংশ পায়, এখানে সেরূপ হইবে না। এখানে এইরূপ হইবে যে, আখিয়াফী ভাই বা ভগ্নী যদি মাত্র একজন হয়, তবে সে ১/৬ অংশ পাইবে (ভাই হউক বা ভগ্নী হউক) এবং যদি দুই বা ততোধিক হয়, তবে সকলে মিলিয়া মাত্র ১/৩ অংশ পাইবে; তাহাই যে কয়জন ভাই ও ভগ্নী থাকে সকলে সমান অংশে ভাগ করিয়া লইবে। বাপ, দাদা, পুত্র, কন্যা অথবা পোতা, পুত্নী কেহ থাকিলে আখিয়াফী ভাই বোন কিছুই পাইবে না।

মাসআলা—কাহারও কোন ওয়ারিস কাফের হইলে সে সম্পত্তি পাইবে না।

মাসআলা—সম্পত্তিওয়ালাকে যদি তাহার কোন ওয়ারিস প্রাণে হত্যা করে, তবে ঐ হত্যাকারী তাহার সম্পত্তির অংশ পাইবে না।

আছাবা

আছাবা একের পর এক, এইরূপে চারটি শ্রেণী আছে। যথা—১ম, মৃত ব্যক্তির নিজের অধঃ বংশ অর্থাৎ পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র ইত্যাদি ; ২য় মৃত ব্যক্তির উর্দ্ধ বংশ অর্থাৎ পিতা, দাদা, পরদাদা ইত্যাদি ; ৩য়, পিতার অধঃ বংশ অর্থাৎ ভাই, ভাতিজা, ভাতিজার ছেলে ইত্যাদি ; ৪র্থ, দাদার অধঃ বংশ অর্থাৎ চাচা, চাচাত ভাই, চাচাত ভাইয়ের পুত্র ইত্যাদি।

প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে আবার নিকটবর্তী ও দুরবর্তী আছে যথা,—পুত্র নিকটবর্তী, পৌত্র দূরবর্তী ; পিতা নিকটবর্তী, দাদা দুরবর্তী ; ভাই নিকটবর্তী, ভাতিজা দূরবর্তী ; চাচা নিকটবর্তী, চাচাত ভাই দূরবর্তী ; ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার নিকটবর্তী মধ্যে কেহ ছুই সম্পর্ক বিশিষ্ট এবং কেহ এক সম্পর্ক বিশিষ্ট আছে, যথা, সহোদর ভাই (মা ও বাপ শরীক) ছুই সম্পর্ক বিশিষ্ট, বৈমাত্র ভাই (বাপ-শরীক) এক সম্পর্ক বিশিষ্ট ; বাপের সহোদর ভাই (চাচা) ছুই সম্পর্ক বিশিষ্ট ; বাপের বৈমাত্র ভাই একসম্পর্ক বিশিষ্ট। (অবশ্য বাপ, দাদা এবং পুত্র, পৌত্র বিভিন্ন অর্থাৎ কেহ ছুই সম্পর্ক বিশিষ্ট, কেহ এক সম্পর্ক বিশিষ্ট এরূপ হইতে পারে না)।

এখন জানা আবশ্যক যে, প্রথম শ্রেণীর একজনও থাকিলে ২য় শ্রেণী কিছুই পাইবে না ; ২য় শ্রেণী থাকিলে ৩য় শ্রেণী কিছুই পাইবে না ; ৩য় শ্রেণীর কেহ একজনও থাকিলে ৪র্থ শ্রেণী কিছুই পাইবে না। একই শ্রেণীর মধ্যে নিকটবর্তী

থাকিলে দূরবর্তী কিছুই পাইবে না ; যেমন, পুত্র থাকিলে পোতা কিছু পাইবে না ; সতাল ভাই থাকিলে সাক্ষাত ভাইয়ের পুত্র ভাতিজাও কিছুই পাইবে না ; চাচা থাকিলে চাচাত ভাই কিছুই পাইবে না।

আবার নিকটবর্ত্তী সমান হওয়া সত্ত্বেও যদি একজন দুই সম্পর্ক বিশিষ্ট এবং একজন এক সম্পর্ক বিশিষ্ট হয়, তবে দুই সম্পর্ক বিশিষ্ট থাকিলে এক সম্পর্ক বিশিষ্ট কিছুই পাইবে না, যেমন, সহোদর ভাই থাকিলে বৈমাত্র ভাই কিছুই পাইবে না ; সহোদর চাচা থাকিলে সতাল চাচা কিছুই পাইবে না। পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, কন্যার সঙ্গে ভগ্নী থাকিলে ভগ্নী আছাবা হইয়া যায়। ইহাকে আছাবা মা'আল-গায়ের বলে। অতএব যদি কোন মৃত ব্যক্তির একটি কন্যা, একটি সহোদরা ভগ্নী এবং একজন বৈমাত্র ভাই থাকে, তবে বৈমাত্র ভাই কিছুই পাইবে না, সহোদরা ভগ্নী আছাবা হইয়া অবশিষ্ট $\frac{১}{২}$ অংশ পাইবে।

ইহাও পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পুত্র থাকিলে কন্যা এবং পোতা থাকিলে পুত্রী আছাবা হইয়া যায়। ইহাকে আছাবা বিল-গায়ের বলে। কিন্তু চাচা থাকিলে ফুফু অথবা ভাতিজা থাকিলে ভাতিজী আছাবা হইবে না, কেননা ফুফু এবং ভাতিজী যবিল ফরূযও নহে, আছাবাও নহে ; তাহারা যবিল আরহাম পর্যায়ভুক্ত।

"রদ্দের" বয়ান

কোন কোন সময় এমন হয় যে, মৃত ব্যক্তির আছাবা কাহাকেও পাওয়া যায় না। এইরূপ অবস্থায় যবিল ফরূযগণকে তাহাদের নির্ধারিত অংশ দেওয়ার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, আছাবা কেহ থাকিলে ত সে-ই পাইত—কিন্তু আছাবা না থাকার কারণে পুনরায় যবিল ফরূযগণকেই দিতে হইবে—অবশ্য তাহাদিগকে তাহাদের অংশ অনুপাতে দিতে হইবে। এই পুনরায় দেওয়াকে ফরায়েযের ভাষায় "রদ্দ্" বলে। রদ্দ্ অন্যান্য সব যবিল ফরূযের উপরই হইতে পারে, কেবল স্বামী স্ত্রীর উপর হইতে পারে না।

অতএব কোন মৃত ব্যক্তির যদি শুধু এক স্ত্রী বা শুধু স্বামী থাকে—আছাবা বা যবিল ফরূয কেহই না থাকে, তবে অবশিষ্ট সম্পত্তি যবিল আরহামে পাইবে। যবিল আরহামের বয়ান আসিতেছে। অবশ্য যদি যবিল আরহামও কেহই না থাকে, তবে অবশিষ্ট সম্পত্তি ফিরাইয়া স্ত্রী বা স্বামীকেই দিতে হইবে।

لفساد بيت المال فى زماننا كذا افتى العلماء المتاخرون

"আউল"-এর বয়ান

কোন কোন সময় এমন হয় যে, ফরায়েযের পূর্ব-বর্ণিত অংশ হারে যবিল ফরূয ওয়ারিসগণকে অংশ দিতে গেলে ষোল আনা সম্পত্তি হইতে ওয়ারিসগণের অংশ বাড়িয়া যায়, অথবা

কেহ পায়, কেহ পায় না। যেমন, যদি কোন মৃত ব্যক্তির স্বামী, দুই সহোদরা ভগ্নী এবং দুই বৈপিত্রী ভগ্নী থাকে, তবে দুই সহোদরা ভগ্নীকে এবং দুই বৈপিত্রী ভগ্নীকে $\frac{১}{৩}$ দিলে স্বামী কিছুই পায় না, অথচ স্বামীকে দিতে গেলে স্বামী $\frac{১}{২}$ অংশ পাইবে। মোট সম্পত্তি ছিল = ১, অথচ ওয়ারিসদের অংশের সমষ্টি হয় = ১$\frac{১}{২}$; ইহা অতি জটিল সমস্যা।

দ্বিতীয় খলিফা ফারুকে আযম হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যে নিয়মের দ্বারা এই সমস্যার সমাধান করিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম "আউল"। এই নিয়ম অন্য কোন গণিত-বেত্তা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। সে নিয়ম এই যে, হিসাব করিবার সময় প্রথমে প্রত্যেক ওয়ারিসকে তাহার নিয়মিত অংশ দিয়া যাইবে। তারপর সমস্ত অংশগুলি যোগ করিলে দেখা যাইবে যে, উপরের সংখ্যাটি নীচের সংখ্যা হইতে বাড়িয়া গিয়াছে। এক্ষণে উপরের এই সংখ্যা হইতেই যাহার অংশে যত ভাগ পড়ে তাহাতে তত ভাগ দিবে; যথা—

মৃত হাজেরা বিবি

স্বামী	২ সহোদরা ভগ্নী	২ বৈপিত্রী ভগ্নী
$\frac{১}{২}$	$\frac{২}{৩}$	$\frac{১}{৩}$

এরূপ ক্ষেত্রে স্বামী পাইবে ৬ ভাগের ৩ ভাগ, দুই সহোদরা ভগ্নী পাইবে ৬ ভাগের ৪ ভাগ এবং দুই বৈপিত্রী ভগ্নী পাইবে ৬ ভাগের ২ ভাগ। অতএব দেখা যাইতেছে যে, অংশ বা ভাগগুলির মূল সংখ্যা যে ৬ ছিল তাহা হইতে বাড়িয়া ৯ হইয়া

যাইতেছে, কাজেই মূল সংখ্যা ৯ কেই ধরিতে হইবে। এইরূপে যোগফল $\frac{৩+৪+২}{৬} = \frac{৯}{৬}$। ফলতঃ স্বামী $\frac{৩}{৯}$ (নয় ভাগের তিন ভাগ), দুই সহোদরা ভগ্নী $\frac{৪}{৯}$ (নয় ভাগের চার ভাগ) এবং দুই বৈপিত্রী ভগ্নী $\frac{২}{৯}$ (নয় ভাগের দুই ভাগ) পাইবে।

যবিল আরহামের বয়ান

যবিল আরহাম ঐ সমস্ত ওয়ারিসগণকে বলে যাহারা যবিল ফরূযও নহে, আছাবাও নহে। যে ওয়ারিস যবিল আরহাম পর্য্যায়-ভুক্ত হইবে, সে হয়ত নিজে মেয়েলোক হইবে নতুবা পুরুষ হইলে তাহার রেশতা (সম্পর্ক) মৃত ব্যক্তির সহিত কোন মেয়ে-লোকের দ্বারা জড়িত হইবে।

যবিল আরহামের বিস্তৃত বর্ণনা অত্যন্ত জটিল, কাজেই বিজ্ঞ আলেম ব্যতিরেকে তাহা বুঝা কঠিন। তজ্জন্য আমি এখানে কিঞ্চিত আভাস দিয়া রাখিতেছি।

আছাবার যেমন চারিটি শ্রেণী আছে, যবিল আরহামের তদ্রূপ চারিটি শ্রেণী আছে। যথা—১ম শ্রেণী নিজের সন্তান। যেমন —নাতি, নাতিন, (নিজের কন্যার সন্তান), তাহাদের সন্তান, পুত্রীর সন্তান ইত্যাদি। ২য় শ্রেণী নিজে যাহার সন্তান। যেমন—নানা, নানার মা, দাদীর বাপ ইত্যাদি। ৩য় শ্রেণী ভগ্নীর সন্তান বা ভাইয়ের সন্তান (যাহারা আছাবা নহে)।

যেমন—ভাগ্নে, ভাগ্নী, ভাতিজী, সহোদরা ভগ্নীর ছেলেমেয়ে, বৈমাত্রেয় ভগ্নীর ছেলে-মেয়ে, বৈপিত্রেয় ভগ্নীর ছেলেমেয়ে, সহোদর ভাইয়ের মেয়ে,—বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মেয়ে, বৈপিত্রেয় ভাইয়ের ছেলে-মেয়ে ইত্যাদি। ৪র্থ শ্রেণী ফুফু, খালা, মামু, আখিয়াফি চাচা (বাপের বৈপিত্র ভাই), চাচাত বোন ইত্যাদি। এমনকি কোন সময়ে, ফুফাত ভাই বোন এবং খালাত ভাই-বোনও ওয়ারিস হয়।

আছাবার মধ্যে কেহ জীবিত থাকিলে যবিল আরহামের মধ্যে কেহই কিছু পাইবে না। এইরূপে যবিল ফরূযের মধ্যে কেহ জীবিত থাকিলেও যবিল আরহামের মধ্যে কেহই কিছু পাইবে না। অবশ্য মৃত ব্যক্তির শুধু স্বামী বা স্ত্রী থাকিলে অবশিষ্ট অংশ যবিল আরহামে পাইবে। যবিল আরহামের এই যে চারটি শ্রেণী হইল ইহার মধ্যে ১ম শ্রেণীর কেহ থাকিলে ২য় শ্রেণী কিছুই পাইবে না। ২য় শ্রেণীর কেহ থাকিলে ৩য় শ্রেণী কিছুই পাইবে না। ৩য় শ্রেণীর কেহ থাকিলে ৪র্থ শ্রেণী কিছুই পাইবে না।

আছাবার মধ্যে যেমন নিয়ম আছে যে, একই শ্রেণীর মধ্যে নিকটবর্তী থাকিলে দুরবর্তী কিছুই পায় না, এখানেও সেই নিয়ম চলিবে, তাহা অপেক্ষা একটি নিয়ম আরও

নোট ঃ—১ম ও তৃতীয় শ্রেণীর জন্য এই নিয়মও আছাবার মত বহাল থাকিবে যে, ভাই-ভগ্নীর একত্র হইলে ভাই ভগ্নীর দ্বিগুণ পাইবে। এইরূপে চতুর্থ শ্রেণীতে মামু এবং খালা একত্রে ওয়ারিস হইলে মামু খালার দ্বিগুণ পাইবে।

বেশী আছে,—তাহা এই যে, একই শ্রেণীতে যদি দুইটি পক্ষ দাঁড়ায়, তবে দেখিতে হইবে যে, এই দুই পক্ষ যাহাদের দ্বারা মৃত ব্যক্তির সহিত সম্পর্কিত হইয়াছে তাহারা জীবিত থাকিলে কে ওয়ারিস হইত। যে ওয়ারিস হইত তাহারই সন্তান এখন ওয়ারিস হইবে,অন্য পক্ষের সন্তান মাহ্রূম হইয়া যাইবে। যথা, যদি আবদুর রহিম মারা যায় এবং তাহার এক স্ত্রী, এক পুত্রীর মেয়ে এবং নাতিনের ২ ছেলেমেয়ে থাকে তবে স্ত্রী চারি আনা (১/৪) পাইবে, অবশিষ্ট বার আনার (৩/৪) পুত্রীর মেয়ে পাইবে ; নাতিনের ছেলে মেয়েরা কিছুই পাইবে না, কেননা যদি পুত্রী এবং নাতিন জীবিত থাকিত, তবে পুত্রী ওয়ারিস হইত, নাতিন মাহ্রূম থাকিত। এখানে তাহাদের সন্তানের বেলায়ও তাই হইয়াছে।

মাসআলা—কেহ যদি স্ত্রীকে গর্ভবতী রাখিয়া মারা যায়, তবে গর্ভের সন্তানও অংশ পাইবে।

মাসআলা— যদি সন্তান মৃত ভূমিষ্ঠ হয়, তবে তাহার কোন অংশ হইবে না। অবশ্য যদি জীবিত ভূমিষ্ঠ হয় এবং জন্ম হওয়া মাত্রই মরিয়া যায়, তবে তাহার অংশটি হিসাবে ধরিতে হইবে ; কিন্তু তাহার মৃত্যুর কারণে তাহার অংশ যাহারা তাহার ওয়ারিস থাকিবে তাহারা পাইবে।

হাদীস—اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থ—যে জুলুম করিবে তাহারা পরজীবন ভীষণ অন্ধকারপূর্ণ। অর্থাৎ কেহ

কাহারও হক্ নষ্ট করিলে তাহার প্রতিফলে কেয়ামতের দিন ভীষণ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

হাদীস—مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا অর্থাৎ যে অন্যকে ঠকাইবে সে আমার উম্মত হইতে খারিজ।

হাদীস—اِتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ অর্থ—খবরদার! দুর্বলের হক্ নষ্ট করিও না, কারণ সে বদ্‌দোয়া করিলে তোমার সর্বনাশ হইয়া যাইবে, যেহেতু দুর্বলের বদ্‌দোয়া যখন তখন আল্লাহ্‌র দরবারে গিয়া পৌঁছে।

হাদীস—

مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْاَرْضِ ظُلْمًا طُوِّقَهُ اِلَى سَبْعِ اَرْضِيْنَ

অর্থ—যে অন্যায়ভাবে অন্যের এক বিঘত পরিমাণ জমিন লইবে, সাত তবক জমিন পর্যন্ত গলগণ্ড বানাইয়া তাহা তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইবে।

অঙ্ক জানা আবশ্যক

ফরায়েয অনুসারে ওয়ারিসগণের যে সমস্ত অংশ নির্ধারিত হইয়াছে, উহা স্বয়ং আল্লাহ্‌র নির্দেশে সাক্ষাৎ কোরআনের বাণী

অনুসারে নির্ধারিত হইয়াছে। এই সমস্ত অংশ যাহার, তাহার অংশ তাহাকে দিয়া দেওয়া ফরজ। এই ফরজ পালন করিতে হইলে অঙ্ক জানা আবশ্যক। কাজেই অঙ্ক জানাও ফরজ। অঙ্ক না জানিলে ফরায়েযের অংশ পৌছান যায় না। হালাল উপায়ে রুজি উপার্জন করা ফরজ; সেই ফরজ আদায় করিতে হইলে ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে হইবে। ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে হইলে হিসাব ও অঙ্ক জানা আবশ্যক। কাজেই অঙ্ক শাস্ত্র জানা সকল দিক দিয়াই একান্ত দরকার। অন্ততঃ মিশ্র, অমিশ্র, যোগ, বিয়োগ, পূরণ, ভাগ এবং উর্ধ লঘূকরণ, অধঃ লঘূকরণ, ল. সা. গু, গ. সা. গু ও ভগ্নাংশের যোগ-বিয়োগ, গুণ, ভাগ পর্যন্ত অঙ্ক জানা একান্ত আবশ্যক।

আরবীতে যেমন ডাইন দিক হইতে গণনা আরম্ভ করিতে হয়, তদ্রূপ অঙ্ক শাস্ত্রও ডান দিক হইতে গণনা আরম্ভ করিতে হয়। একক, দশক, শতক, সহস্র, অযুত, লক্ষ, নিযুত, কোটি অর্বুদ—এইগুলি গণনার সংখ্যা। একক লিখিতে হয় একেবারে ডাইন দিকে, তার বামে দশক, তার বামে শতক, তার বামে সহস্র, তার বামে অযুত, তার বামে লক্ষ, তার বামে নিযুত, তার বামে কোটি, তার বামে অর্বুদ।

অথবা এইরূপে বলা যায়—দশ একককে এক দশক, দশ দশকে এক শতক, দশ শতকে এক সহস্র, দশ সহস্রে এক অযুত, দশ অযুতে এক লক্ষ, দশ লক্ষে এক নিযুত, দশ নিযুতে এক কোটি, দশ কোটিতে এক অর্বুদ।

১ এক একক
১০ এক দশক
১০০ এক শতক
১০০০ এক সহস্র
১০০০০ এক অযুত বা দশ শহস্র
১০০০০০ এক লক্ষ বা একশত হাজার
১০০০০০০ এক নিযুত বা দশ লক্ষ
১০০০০০০০ এক কোটি
১০০০০০০০০০ এক অর্বুদ বা দশ কোটি

বাংলায় যত সংখ্যা আছে আরবীতে গণনার এত সংখ্যা নাই ; ইংরেজীতেও এত সংখ্যা নাই। ইংরেজীতে আছে হাণ্ডেড, থাউজ্যাণ্ড, লাখ, মিলিওন, কোরোর। আরবীতে আছে মেয়াত, আলফ, মেয়াত আলফ, মিলিন, আশরা মালাইন, মেয়াত-মিলিয়ুন।

সংখ্যা লেখার পর বাংলায় টাকা, পয়সা, মণ, সের, ছটাক, কাঠা, ছটাক, বিঘা, গজ, গিরা, থান, এবং ইঞ্চি, ফুট, গজ, একর, মাইল, মিটার, সেন্টিমিটার, ডেসিমিটার, মিলিমিটার, কিলোমিটার ইত্যাদিও জানা আবশ্যক।

৫ তোলায় এক ছটাক	এক মণ এক সের এক ছটাক
১৬ ছটাকে এক সের	এক তোলা এই রূপে লেখা হয়
৪০ সেরে এক মণ	১/১/১ তোলা।

৩ পাইয়ে বা ৫ গণ্ডায়
এক পয়সা
১২ পাইয়ে বা ৪ পয়সায়
এক আনা
৪ আনায় এক চৌক,
চার চৌকে বা ১৬
আনায় এক টাকা।

এক টাকা পাঁচ আনা
এক পয়সা এইরূপে
লেখা হয়—
১।৴৫ গণ্ডা
বা
১।৴৩ পাই।

গত ১লা জানুয়ারী ১৯৬১ ইংরেজী হইতে সাবেক পাকিস্তানে দশমিক মুদ্রা চালু হওয়ার পর টাকা, আনা, পয়সা ও পাইয়ের পুরাতন হিসাব উঠাইয়া দেওয়া হয়। তখন হইতে শুধু টাকা ও পয়সার হিসাব চলিতেছে। টাকার মূল্য পূর্বের ন্যায় বলবৎ থাকিবে এবং ইহাকে একশত ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে; প্রত্যেক ভাগের নাম পয়সা। অতএব একশত পয়সায় এক টাকা হইবে। আনা, সিকি ও আধুলির নাম থাকিবে না। অবশ্য সংক্ষেপ ও সহজ করার জন্য পাঁচ পয়সা ১০ পয়সা, ২৫ পয়সা ও পঞ্চাশ পয়সার ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা থাকিবে কিন্তু পয়সা ছাড়া অন্য কোন নাম থাকিবে না। কাজেই ঐ মুদ্রাগুলির নাম পাঁচ পয়সা, দশ পয়সা ইত্যাদি হইবে। টাকা ও পয়সা সমজাতীয় সংখ্যা দ্বারা লিখা হইবে। তবে পয়সা বুঝাইবার জন্য উহার পূর্বে দশমিকের একটি বিন্দু (•) বসাইতে হইবে। যেমন দশ টাকা বার পয়সা =১০·১২ এবং দশ টাকা বাষট্টি পয়সা=১০·৬২। আর টাকা বা পয়সার মধ্যে যে ঘর খালি থাকিবে তাহাতে '০' শুন্য

বসাইবে ; টাকার ঘর খালি হইলে এক শূন্য ও পয়সার ঘর খালি হইলে দুই শূন্য বসাইবে। যেমন নয় টাকা=৯·০০ আট পয়সা=০·০৮ এবং আঠার পয়সা ০·১৮।

১ বর্গ হাতে এক গণ্ডা
২০ গণ্ডায় ১ ছটাক
১৬ ছটাকে ১ কাঠা
২০ ধূনে বা ১৬ ছটাকে ১ কাঠা
৫ কাঠায় এক চৌক
২০ কাঠায় এক বিঘা।

এক কাঠা দৈর্ঘ্যে এক কাঠা প্রস্থে এক ধূন হয়।
এক ধূনে কানির ১৬ গণ্ডা হয়।
এক বিঘা ছয় কাঠা পাঁচ ছটাক পাঁচ গণ্ডা এইরূপে লেখা হয়—১।১।৫ গণ্ডা।

১২ ইঞ্চিতে এক ফুট
১৮ ইঞ্চিতে এক হাত
৮ গিরায় এক হাত
২৪ আঙ্গুলিতে এক হাত
২ হাতে বা ৩ ফুটে বা ১৬ গিরায় এক গজ
১৭৬০ গজে এক মাইল।

বিঘায় বিঘায় বিঘা
বিঘায় কাঠায় কাঠা
কাঠায় কাঠায় ধূন
১৬ গণ্ডায় এক ধূন
এক বর্গ হাতে এক গণ্ডা

কোন দেশে ৪ হাতে এক নল, কোন দেশে ৫ হাতে এক নল। যে দেশে ৫ হাতে এক নল, সে দেশে (৫×১০০)=৫০০ বর্গ হাতে এক কাঠা এবং যে দেশে ৪ হাতে এক নল, সে দেশে (৪×৮০)=৩২০ বর্গ হাতে এক কাঠা।

কোন কোন দেশে হাল ও কেদারের প্রচলন আছে। সাত হাত বা সাড়ে সাত হাতে এক নল। নল যে মাপেরই হউক না

কেন সেই নলের এক বর্গ নলে ১ রেক ; ৪ রেকে বা ৪ বর্গ নলে ১ যষ্টি ; ৭ যষ্টি বা ২৮ বর্গ নলে ১ পোয়া ; ৪ পোয়া বা ১১২ বর্গনলে এক কেদার বা কেয়ার এবং ১২ কেদার বা ১৩৪৪ বর্গনলে ১ হাল।

১00 কড়িতে এক চেইন, এক চেইন দৈর্ঘ্যে দশ কড়ি চওড়ায় এক শতাংশ। এক চেইন চওড়া এক চেইন দৈর্ঘ্যে দশ শতাংশ। এক শ' শতাংশ অর্থাৎ এক চেইন চওড়া দশ চেইন দৈর্ঘ্যে এক শত শতাংশ বা এক একর।

কড়িকে ইংরেজীতে লিঙ্ক বলে (link) বলে। ১00 কড়িতে বা লিঙ্কে ৪৪ হাত বা ২২ গজ হয়। এক লক্ষ বর্গ লিঙ্কে বা ৪৮৪ বর্গ গজে এক একর হয়।

দশ সেন্টিমিটারে এক ডেসিমিটার, দশ ডেসিমিটারে বা এক শত সেন্টিমিটারে বা এক হাজার মিলিমিটারে এক মিটার। এক মিটারে আমাদের ৪০ ইঞ্চি হয়। এই মাপগুলি সাধারণতঃ আমাদের দেশে প্রচলিত ; এজন্যই এই গুলি লিখিয়া দিলাম।

যোগ অঙ্কের আবশ্যকতা

ফজরে ২ রাকাত ফরয, ২ রাকাত সুন্নত ; যোহরে প্রথমে ৪ রাকাত সুন্নত, তারপরে ৪ রাকাত ফরয, তারপরে ২ রাকাত সুন্নত, তারপরে ২ রাকাত নফল ; আছরে প্রথমে ৪ রাকাত সুন্নত, তারপরে ৪ রাকাত ফরয, মাগরেবে ৩ রাকাত ফরয ২ রাকাত সুন্নত, ২ রাকাত নফল ; এশায় ৪ রাকাত সুন্নত,

৪ রাকাত ফরয, তারপর ২ রাকাত সুন্নত, ২ রাকাত নফল তারপর ৩ রাকাত ওয়াজেব বেতের, ২ রাকাত হাল্কি নফল— দিন-রাতে মোট কত রাকাত নামায হইল? বা কত রাকাত ফরয, কত রাকাত সুন্নত, কত রাকাত নফল ও কত রাকাত ওয়াজেব হইল? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য যোগ অঙ্কের দরকার পড়িবে।

এইরূপে—এক ভদ্রলোক হাটহাজারী মাদ্রাসায় ৫000 টাকা, ঢাকা জামেয়া কোরআনিয়াতে ৫000৲ টাকা দারুল উলুম দেওবন্দে ১৮000৲ টাকা, এমদাদুল উলুমে ৫000৲ টাকা জাকাত বা চাঁদা দিলেন; মোট কত টাকা জাকাত বা চাঁদা দেওয়া হইল? এই প্রশ্নের উত্তরেও যোগ অঙ্কের দরকার হইবে। এইরূপে আজ কিছু কাল কিছু,—কিছু কিছু যোগ করিতে করিতে মানুষ একদিকে দুনিয়ার বড়লোক হয়, অন্যদিকে খোদার পেয়ারা হইয়া, খোদা রছিদা হইয়া আল্লাহ্‌র ওলী হয়।

বিয়োগ অঙ্কের আবশ্যকতা

একজনের কাছে ৪00 টাকা ছিল, তাহা হইতে দুইশত টাকা খরচ করিয়াছে; কত টাকা রহিয়াছে? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য বিয়োগ অঙ্কের আবশ্যক হয়। এইরূপে যোগ না করিয়া বিয়োগ করিতে থাকিলে, আয় না করিয়া ব্যয় করিতে থাকিলে মানুষ কিছু কিছু করিয়া খরচ করিতে করিতে কপর্দ্দকশূন্য ও খালি হাত হইয়া যায়। নেক আমল না করিলে আল্লাহ্ হইতে একটু একটু করিয়া সরিতে সরিতে একেবারে বিয়োগ হইয়া জাহান্নামে চলিয়া যায়।

গুণ বা পুরণ অঙ্কের আবশ্যকতা

বহুবার যোগ করিয়া যে ফল পাওয়া যায়, একবার গুণ করিয়াও সেই ফল পাওয়া যায়। যেমন—যদি দশজন গরীবের প্রত্যেককে ৯৲ টাকা করিয়া দান করা হয়, তবে মোট কত টাকা দান করা হইল? এই হিসাবটি ৯ কে দশবার উপর-নীচে লিখিয়া যোগ করিলেও হইতে পারে।

যেমন—

৯ কিন্তু সংক্ষেপে (৯ × ১০) ৯ এর নীচে একবার
৯ ১০ লিখিয়া নয় দশকে ৯০ বলিয়া গুণ করিলেও
৯ হইতে পারে। যেমন—
৯
৯
৯
৯
৯
৯
৯

৯০৲ টাকা

৯
১০

গুণফল ৯০৲ টাকা।

অতএব দেখা গেল, এরূপ ক্ষেত্রে গুণ করিয়া হিসাব করাই সংক্ষেপ এবং সহজ।

এইরূপ জমি কালি বা কুয়া কালি করিবার সময় ২০ নল দৈর্ঘ্যে এক নল চওড়ায় এক কাঠা হয়। এক নল আড় এক নল দীর্ঘ হইলে এক ধুন হয়। জমিতে এইরূপ ২০ টি ছোট

ছোট খণ্ড করিয়া ২০ বার লিখিয়া যোগ না করিয়া এক-কে ২০ দিয়া গুণ দিলেই সহজে সংক্ষেপে জমির কালি বা বর্গফল পাওয়া যাইতে পারে।

তদ্রূপ ৪ হাত লম্বা, ৪ হাত চওড়া ও এক হাত গভীর হইলে এক কাঁচা কুয়া হয় এবং ৪ হাত লম্বা, ৪ হাত চওড়া ও ৪ হাত গভীর হইলে এক পাকা কুয়া হয়; অর্থাৎ ১৬ ঘন হাতে এক কাঁচা কুয়া এবং ৬৪ ঘন হাতে এক পাকা কুয়া হয়। এক হাত লম্বা ও এক হাত চওড়া ১৬ টি টুকরা বানাইয়া ১৬ বার লিখিয়া যোগ করিলে এবং ৬৪ বার লিখিয়া যোগ করিলেও এই হিসাব পাওয়া যাইতে পারে। একবার সোজাসুজি ৪ × ৪ × ১ এবং ৪ × ৪ × ৪ গুণ করিলেও এই হিসাব পাওয়া যাইতে পারে। বলাবাহুল্য, শেষোক্ত গুণের হিসাবই সহজ এবং সংক্ষেপ।

ভাগ অঙ্কের আবশ্যকতা

বহুবার বিয়োগ করিয়া যে ফল পাওয়া যায়, একবার ভাগ করিয়াও সেই ফলই পাওয়া যায়। যেমন প্রতি ৪০৲ টাকায় এক টাকা জাকাত ফরয হইলে ৪০০৲ টাকায় কত টাকা জাকাত ফরয হইবে? এই হিসাবটি ৪০০ হইতে ৪০ কে দশবার বিয়োগ করিয়াও পাওয়া যাইতে পারে, আবার সোজাসুজি

৪০০কে ৪০ দিয়া একবার ভাগ করিয়াও পাওয়া যাইতে পারে। যেমন—

৪০০
৪০—১
৩৬০
৪০—১
৩২০
৪০—১
২৮০
৪০—১
২৪০
৪০—১
২০০
৪০—১
১৬০
৪০—১
১২০
৪০—১
৮০
৪০—১
৪০
৪০—১
×

৪০) ৪০০ (১০
৪০০
×

এই চারি প্রকার অমিশ্র যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগকে অমিশ্র চারি নিয়ম বলে। অমিশ্র চারি নিয়মের মত মিশ্র চারি নিয়মেরও প্রয়োজন। কারণ প্রায়ই টাকা, পয়সা, তোলা, ছটাক, সের, মণ, বিঘা, কাঠা, ধুন, হাত, গজ, গিরা ইত্যাদি যোগ, বিয়োগ, গুণ এবং ভাগ করার দরকার পড়ে।

ফরায়েয করিতে বিশেষ করিয়া দরকার পড়ে ভগ্নাংশের যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের। ভগ্নাংশ দ্বারা সাধারণতঃ কত ভাগের কত ভাগ, তাহা সংক্ষেপে লেখা যায়। যেমন, তিন ভাগের এক ভাগ = $\frac{১}{৩}$, এইরূপে দুইভাগের এক ভাগ = $\frac{১}{২}$, তিন ভাগের দুই ভাগ = $\frac{২}{৩}$ এইরূপে লেখা হয় এবং তিনের এক বা তিন ভাগের এক, দুইয়ের এক বা দুই ভাগের এক, তিনের দুই বা তিন ভাগের দুই ইত্যাদিরূপে বলা হয়। ভগ্নাংশের যোগ এবং বিয়োগ অঙ্ক করার জন্য দরকার পড়ে ল. সা. গু. এবং গ. সা. গু. জানার, আর গুণ ও ভাগ অঙ্ক করার জন্য নামতা মুখস্থ করার দরকার পড়ে।

ল. সা. গু. অর্থ লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণীতক (Lowest common multiple) অর্থাৎ কয়েকটি সংখ্যা লইয়া এমন একটি সবচেয়ে ছোট সংখ্যা বাহির করিতে হইবে, যাহাকে ঐ সংখ্যা কয়টির যে কোনটির দ্বারা ভাগ দিলে মিলিয়া যাইবে, কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না।

গ. সা. গু. অর্থ গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক (Greatest common measure) অর্থাৎ কয়েকটি সংখ্যার মধ্যে এমন একটি সবচেয়ে বড় সংখ্যা বাহির করিতে হইবে, যাহা দ্বারা সব কয়টি সংখ্যাকে ভাগ দিলে মিলিয়া যাইবে, কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না; যথা—যদি একবার $\frac{১}{৩}$, $\frac{১}{৪}$, $\frac{১}{৮}$ যোগ করিতে হয়, তবে ৩, ৪ ও ৮ এই তিনটি সংখ্যার ল. সা. গু. বাহির করিতে হইবে। এইরূপ দেখিতে হইবে যে, কোন্ দুইটি বা ততোধিক

সংখ্যাকে কত দিয়া কেমন করিয়া ভাগ করিয়া কমের দিকে আনা যায়। যেমন—

$$\begin{array}{c|l} ২ & \frac{১}{৩}+\frac{১}{৪}+\frac{১}{৮} \\ \times & \overline{৩,\ ২,\ \ ৪} \\ ২ & \end{array}$$

$$\times ৩ \times ১ \times ২ = ২৪$$

৩, ৪ ও ৮ এই তিনটি সংখ্যার ল. সা. গু. = ২৪। যোগ বা বিয়োগ করিবার কালে দেখিতে হইবে—নীচের সংখ্যাটি এই ল. সা. গু-র মধ্যে কতবার যায়, তত দিয়া উপরের সংখ্যাটিকে গুণ দিতে হইবে, তারপর যোগ বা বিয়োগ করিতে হইবে ; যথা—

$$\frac{৮+৬+৩}{২৪} \text{যোগফল} = \frac{১৭}{২৪}।$$

মোট সম্পত্তি হইতে $\frac{১৭}{২৪}$ চলিয়া গেলে কত বাকী থাকে তাহা বাহির করিবে এইরূপে :—

$$১ - \frac{১৭}{২৪} = \frac{২৪-১৭}{২৪} \text{ বিয়োগ ফল} = \frac{৭}{২৪}।$$

ভগ্নাংশের গুণ এবং ভাগ অংক করা খুব সহজ। যেমন—

$$\frac{১}{২} \times \frac{১}{৩} \text{ গুণফল } = \frac{১}{৬}$$

উপরের অঙ্কগুলিও গুণ করিতে হইবে, নীচের অঙ্কগুলিও গুণ করিতে হইবে। অবশ্য উপরে-নীচে যদি কাটাকাটি যায়, তবে কাটাকাটি করিতে হইবে। যেমন—

$$\frac{\cancel{২}}{৪} \times \frac{১}{\cancel{৮}} \text{ ফল} = \frac{১}{১৬}$$

"এর" অর্থ গুণ, যেমন—

$$\frac{২}{৪} \text{ এর } \frac{১}{৮} \text{ অর্থাৎ } \frac{২}{৪} \times \frac{১}{৮}$$

ভাগ করিবার কালে যদ্বারা ভাগ করিতে হইবে, উহাকে উল্টাইয়া লিখিয়া অর্থাৎ উপরের অংকটিকে নীচে ও নীচের অংকটিকে উপরে লিখিয়া গুণ করিতে হইবে। যেমন—

$\frac{২}{৩}$ কে ২ দিয়া ভাগ করিতে হইলে এইরূপে লিখিতে হইবে :—

$$\frac{২}{৩} \div ২ : \frac{\cancel{২}}{৩} \times \frac{১}{\cancel{২}} \text{ফল} = \frac{১}{৩}$$

ফরায়েয করার জন্য ভগ্নাংশের সিঁড়ির অংকেরও দরকার হয় এবং এই পর্যন্ত অংক জানিলেই সাধারণতঃ কাজ চালাইবার জন্য যথেষ্ট হয়।

মাসআলা—সাধারণতঃ লোকে প্রশ্ন করে যে, বাপ জীবিত থাকিতে কোন বেটা মরিয়া গেলে এই মৃত বেটার ছেলে-মেয়ে তাহাদের (চাচার সঙ্গে) দাদার সম্পত্তি হইতে অংশ পায় না কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, আল্লাহ্ পাক কোরআন শরীফে ফরায়েয দ্বারা ওয়ারিসগণের অংশ নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। ওয়ারিসের নিয়ম এই যে, একই সিঁড়ির নিকটবর্তী জীবিত থাকিলে দূরবর্তী পাইবে না। যেমন—পিতা জীবিত থাকিলে দাদা-দাদী কিছুই পাইবে না; মা জীবিত থাকিতে নানী, দাদী, কিছুই পাইবে না; ভাই জীবিত থাকিতে ভাতিজারা কিছুই পাইবে না; চাচা জীবিত থাকিতে চাচাত ভাইয়েরা কিছুই পাইবে না। এইরূপে পুত্র জীবিত থাকিলে পৌত্রেরা কিছুই পাইবে না (চাই তাহারা জীবিত পুত্রের সন্তান হউক বা মৃতপুত্রের সন্তান হউক)। কিন্তু এই আইনের অর্থ এই নহে যে, শরীয়তে

এরূপ এতিম পৌত্র-পৌত্রীদের প্রতিপালনের কোন ব্যবস্থাই নাই। এরূপ ক্ষেত্রের জন্য শরীয়তে অছিয়তের ব্যবস্থা আছে। অসহায় আত্মীয়-স্বজনের সহায়তা করিবার জন্য নানাভাবে উৎসাহিত করা হইয়াছে, ইহাতে অশেষ সওয়াব রাখা হইয়াছে। এমনকি বালেগ হওয়া পর্যন্ত এতিম পৌত্র-পৌত্রীদের খোরপোষ, পড়া-শুনা ইত্যাদি বিষয় যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা দাদার উপর ওয়াজেব। অধিকন্তু এরূপ অসহায় আত্মীয়–স্বজনের জন্য অছিয়ত ফরয করা হইয়াছে। বহু উলামার মতে ফরায়েযের আয়াত দ্বারা অছিয়তের আদেশ কেবল ঐসব ওয়ারিসগণের বেলায় মনছুখ করা হইয়াছে যাহারা অংশ পাইয়া থাকে, আর যাহারা অংশ পায় না বরং কোন কারণে মাহ্‌রূম, তাহাদের বেলায় অছিয়তের নিম্নলিখিত আয়াত এখনও বলবৎ রহিয়াছে। আয়াতখানি এই :—

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ
خَيْرَا نِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ٥

অর্থাৎ—যে মুসলিম জাতি! তোমাদের কোন লোক মৃত্যুকালে যদি ত্যাজ্য সম্পত্তি ছাড়িয়া যাইবার হয়, তবে তোমাদের উপর ফরয করা হইয়াছে যে, তোমরা তোমাদের দাদা-দাদী, নানা-নানী, পুত্র-কন্যা, পৌত্র-পৌত্রী এবং দৌহিত্র-দৌহিত্রী ইত্যাদি ঘনিষ্ঠ-বর্গের মধ্যে যাহারা ওয়ারিস সূত্রে মিরাস পাইবে না, তাহাদের জন্য তোমরা অছিয়ত করিয়া যাও।

অধিকন্তু হাদীস শরীফে আসিয়াছে—

من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فعلينا—
(متفق عليه)

অর্থাৎ, হযরত বলিয়াছেন—যে কেহ ত্যাজ্য সম্পত্তি রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে (তাহার সে সম্পত্তিতে সরকারের কোন অংশ থাকিবে না), উহা তাহার ওয়ারিসগণ পাইবে; কিন্তু কেহ সম্পত্তি হীন অবস্থায় বোঝাস্বরূপ এতিম ওয়ারিস বা দেনা রাখিয়া মরিয়া গেলে, তাহার সে বোঝা বহন করার দায়িত্বভার আমাদের উপর অর্থাৎ ইসলামী হুকুমতের উপর বর্তাইবে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, এতিমের পূর্ণ বন্দোবস্ত শরীয়তে রাখা হইয়াছে। কিন্তু আমরা শরীয়ত মোতাবেক চলিতেছি না বলিয়া উল্টা প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছে।

প্রিয় পাঠক! বুঝিতে পারিয়াছেন যে, শরীয়তের এই দুইটি হুকুম যদি আইনে পরিণত করা যায়, তবে এতিমদের আর কোন অসুবিধা থাকিতে পারে না।

সতর্কবাণী

ভাইসব। আখেরী জামানা আসিয়াছে; নানা রকম গোমরাহীর এবং ধোকাবাজীর কথা ও কাজ দুনিয়াতে বহুল পরিমাণ ছড়াইয়া পড়িয়াছে; ধন-দৌলত জুলুমবাজদের কুক্ষিগত হইয়া যাইতেছে। এমতাবস্থায় অতি বেশী সতর্কতা অবলম্বন ব্যতিরেকে ঈমান বাঁচান এবং ইসলাম ধর্ম রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। কতেক লোক পয়দা হইয়াছে, তাহারা

(১) আল্লাহ্ মানে না, আল্লাহ্‌র প্রেরিত ধর্ম (ইসলাম), ধর্ম গ্রন্থ (কোরআন) বা ধর্মবাহক (রাসূল ও নায়েবে রাসূল) কিছুই মানে না। (২) আখেরাত মানে না। (৩) জন্ (স্ত্রী), (৪) জমিন ও (৫) জর (ধন-সম্পদ)-এর মধ্যে হালাল হারাম অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখা মানে না। এই পাঁচটি নিয়ম যাদের, তাদেরে ইংরেজীতে বলে কমিউনিষ্ট, বাংলায় বলে নাস্তিক। এরা মানে না কিছুই, কিন্তু সরল মতি জনসাধারণকে, কোরআনে অনভিজ্ঞ ইংরেজী শিক্ষিত যুবকদের ধোকা দেয়া—আল্লাহ্‌র বাণী لله ما فى السموات وما فى الارض আওড়াইয়া। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তাহারা দাড়ী ধারী কোন বাকপটু বে-এলম লোককে মাওলানা-মৌলবী লকব দিয়া তার দ্বারা বক্তৃতা করাইয়াও জনসাধারণকে ধোকা দেয়। তাহারা বলে—

لله ما فى السموات وما فى الارض

"আল্লারই সবকিছু, যা কিছু আছে আসমানে এবং জমিনে।" এখানে ভাণ করে যে, তারা কোরআন মানে; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তারা কোরআন মানে না। যদি বাস্তবিকই তারা কোরআন মানিত, তবে কোরআনের অন্যান্য আয়াত মানে না কেন? যে আল্লাহ্ বলিয়াছেন "আল্লাহ্‌রই সবকিছু"—সেই আল্লাহ্ই ত কোরআনে বলিয়াছেন :— (১) اقيموا الصلوة নামায প্রতিষ্ঠা কর, (২) واتوا الزكوة—যাকাত দান কর; (৩) كتب عليكم الصيام তোমাদের উপর রোযাকে ফরয করা হইয়াছে, (৪) ولله على الناس حج البيت—

লোকদের উপর ফরয করা হইয়াছে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের হজ্জ করা। তাহারা এই কাজগুলি করে না কেন? সেই আল্লাহ্‌ই ত কোরআনে স্পষ্ট ভাষায় একমাত্র বৈধ বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধা নিজ স্ত্রী ব্যতিরেকে অন্য কোন স্ত্রীলোক (চাই অন্যের বিবাহিতা হউক বা অবিবাহিতা হউক) দর্শন ঘর্ষণ হারাম করিয়াছেন। সেই আল্লাহ্‌ই ত কোরআনে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل অর্থাৎ, হে মুসলিম জাতি! তোমরা একে অন্যের সম্পত্তি (চুরি, ডাকাতি, জুলুম, ঘুষ, সুদ, জুয়া, ঠকবাজি ইত্যাদি) অবৈধ উপায়ে হরণ করিয়া ভক্ষণ করিও না। এই আদেশ তারা মানে না কেন? ষ্টেটের সম্পদ, গরীব জনসাধারণের সম্পদ—হুকুমতের কর্তাদের হাতে পবিত্র আমানত। তারা সেই সম্পদ গরীব জনসাধারণের খেদমতের কাজে লাগাইতে বাধ্য। তারা তাহা না করিয়া, নিজেরা বড় মানষী করিয়া, বিলাসিতা করিয়া, নৃত্য, গীত, মদ, মাগী ও স্বার্থদ্বন্দ্বে লিপ্ত হইয়া গরীব জনসাধারণের পবিত্র আমানতে খেয়ানত করিয়া আল্লাহ্‌র গজবে নিপতিত হইতেছে কেন? তারা নিজেরা মূল আরবী ভাষায় জ্ঞান সহকারে আল্লাহ্‌র কোরআন শিক্ষা করিতেছে না বা শিক্ষা দিতেছে না কেন?

ফলকথা এই যে, এই ধর্মহীন ধর্মদ্রোহী ধোকাবাজদের ধোকায় কেউ পরিবেন না। তারা বলে—আলেমরা কোরআন বুঝে না। অথচ আলেম শব্দের অর্থই হইল যাঁহারা কোরআন হাদীসের জ্ঞান অর্জন করিয়াছেন—তাঁহাদিগকেই বলে আলেম।

যারা কোরআন বুঝে না, তাদেরে তারা আলেম বলে কেন? এবং তারাই বা নিজেরা পূর্ণ কোরআন বুঝিবার চেষ্টা করিয়া আলেম হয় না কেন? মোটকথা এই যে, তারা ধোকা দিয়া লোকের ঈমান নষ্ট করিতে চায়, তাদের ধোকায় কেউ পড়িবেন না। সত্যিকার আলেম সমাজ পয়দা করুন, সত্যিকার আলেমের সংসর্গে গিয়া খাঁটিভাবে কোরআনের আদেশ গ্রহণ করিয়া তদনুসারে নিজের ও নিজের সন্তান-সন্ততির জীবন গঠিত করুন। ন্যায্যভাবে যিনি যে সম্পত্তি স্বত্বাধিকারী হইয়াছেন (চাই স্থাবর সম্পত্তি হউক, চাই অস্থাবর সম্পত্তি হউক) অর্থাৎ ঘুষ, সুদ, চুরি, জুলুম ইত্যাদি অবৈধ উপায়ে যাহা হস্তগত হয় নাই, তিনি মরিয়া গেলে তাঁহার ওয়ারিসগণই ফরায়েয মতে সেসব সম্পত্তির মালিক হইবে এবং বর্গাসূত্রে দখল বা অন্য কোন সূত্রে শুধু দখল দ্বারা আসল মালিক ব্যতিরেকে অন্য কেহ সম্পত্তির মালিক হইতে পারিবে না। যদি কেহ কাফেরী আইনের বলে তদ্রূপ করে, তবে তাহা হারাম এবং মহাপাপ হইবে।

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد واله واصحبه اجمعين ○

নিম্নে ফরায়েযের কতিপয় প্রশ্ন ও উত্তর দেওয়া হইতেছে। এরূপ কোন প্রশ্ন কাহারও সম্মুখে আসিলে এখানে দেখিয়া উহার উত্তর বলিয়া দিতে পারিবেন। অধিকন্তু এই প্রশ্নোত্তরগুলি ভালরূপে আয়ত্ত করিতে পারিলে অন্যান্য বহুবিধ প্রশ্নের সমাধান বাহির করা সহজ।

প্রশ্নোত্তর লিখিবার নিয়ম :—ফরায়েযের অঙ্ক করিবার ও উহার প্রশ্নোত্তর লিখিবার একটা বিশেষ নিয়ম আছে। নিম্নে এই নিয়মের অনুসরণ করা হইয়াছে। অতএব প্রথমেই ইহা ভালরূপে জানিয়া লওয়া উচিত। প্রশ্নটি ভালভাবে বুঝিয়া পরে ইহাকে এইভাবে সাজাইতে হইবে :—

মৃত ব্যক্তির নাম উপরে লিখিয়া উহার সমসারিতে মূল সংখ্যা (বা সংক্ষেপে মূঃ) লিখিতে হয় ; যে সংখ্যা হইতে ওয়ারিসগণকে তাহাদের অংশ দেওয়া হইবে। পরে একটি কষি টানিয়া উহার নীচে ওয়ারিসগণের নাম ও প্রত্যেকের নীচে উপরের সংখ্যা হইতে তাহাদের প্রাপ্য অংশ লিখা হইবে। ওয়ারিসগণের মধ্যে কেহ কোন কারণে মাহ্‌রূম হইলে অর্থাৎ অংশ না পাইলে তাহার নিম্নে একটি '০' লিখিয়া দেওয়া হইবে। কোন অঙ্কের মধ্যে 'আউল' হইলে 'আউল' শব্দ বা সংক্ষেপে 'আঃ' লিখিয়া যত সংখ্যার দিকে 'আউল' হইতেছে তাহা লিখিতে হইবে এবং 'রদ্দ' হইলে 'রদ্দ' শব্দ লিখিয়া রদ্দের পরের সংখ্যা বসাইতে হইবে। আর যদি ওয়ারিসগণের মধ্যে একাধিক লোক থাকে এবং তাহাদের প্রাপ্য অংশ তাহাদের মধ্যে ভগ্নাংশ না হইয়া পারে না, তবে রীতি অনুযায়ী উহাকে 'তছহীহ্‌' করিয়া 'তছহীহ্‌' বা সংক্ষেপে 'তছঃ' শব্দ লিখিয়া ঐ আস্ত সংখ্যা লিখিয়া রাখিতে হইবে এবং মূল সংখ্যাকে যতগুণ বর্ধিত করা হইয়াছে, মূল সংখ্যা হইতে দেওয়া আগের অংশকে

ততগুণ বর্ধিত করিয়া প্রত্যেক অংশের নীচে এক একটি কষি টানিয়া ঐ বর্ধিত অংশ লিখিয়া দিতে হইবে।

আর কাহারও সম্পত্তি বণ্টন করিবার পূর্বে যদি কোন ওয়ারিস মারা যায়, তবে এই ২য় ব্যক্তির অংশ মোট সম্পত্তি ধরিয়া তাহার ওয়ারিসগণের মধ্যে বণ্টন করিতে হয় এবং ১ম ব্যক্তির হিসাবের সহিত যথা নিয়মে মিলাইতে হয়, ইহাকে 'মুনাছাখা' বলে। এরূপ ক্ষেত্রে মূল সারিতে ডানদিকে 'মুনাঃ' লিখিয়া রীতি অনুযায়ী পূরণ দিয়া বসাইতে হয়। মোটামুটি এই পর্যন্ত জানিয়া লইলে কাজ চলিবে, ইহার অধিক জানিতে চাহিলে বিজ্ঞ আলেমগণের নিকট জিজ্ঞাসা করা উচিত। এখন এই নিয়মে নিম্নের প্রশ্নোত্তরগুলি দেখুন।

বিবিধ প্রশ্ন ও উত্তর

১। প্রঃ—হামেদ মরিয়া গেল। তাহার এক স্ত্রী এবং এক পুত্র ও পিতা রহিল। কে কত অংশ পাইবে।

উত্তর :

মৃত হামেদ মূল সংখ্যা ২৪		
স্ত্রী	পিতা	পুত্র
৩	৪	১৭

এখানে স্ত্রী ১/৮ অংশ, পিতা ১/৬ অংশ এবং পুত্র আছাবা। অতএব মূল সংখ্যা=(৮ ও ৬ এর ল. সা. গু) ২৪। এই সংখ্যা হইতে স্ত্রী ১/৮ অংশে ৩, পিতা ১/৬ অংশে ৪ ও পুত্র অবশিষ্ট ১৭।

২। প্রঃ—খালেদ মরিয়া গেল। তাহার এক স্ত্রী, মা, বাপ এবং এক কন্যা রহিল। কে কত অংশ পাইবে?

উত্তর : মৃত খালেদ মূল সংখ্যা ২৪

স্ত্রী	মাতা	পিতা	কন্যা
৩	৪	৫	১২

৩। প্রঃ—রাশেদ মারা গেল। তাহার এক স্ত্রী, এক মেয়ে এবং বাপ রহিল। কে কত অংশ পাইবে?

উত্তর : মৃত রাশেদ মূল সংখ্যা ৮

স্ত্রী	কন্যা	পিতা
১	৪	৩

৪। প্রঃ—খালেদ মরিয়া গেল। তাহার দাদা, একটি ছেলে এবং এক স্ত্রী রহিল। খালেদের সম্পত্তির কে কত অংশ পাইবে?

উত্তর : খালেদ মূঃ ২৪

স্ত্রী	পুত্র	দাদা
৩	১৭	৪

৫। প্রঃ—রহিমা মরিয়া গেল। তাহার স্বামী, একটি পরপোতা দাদা রহিল। কে কত অংশ পাইবে?

উত্তর : রহিমা মূঃ ১২

স্বামী	প্রপৌত্র	দাদা
৩	৭	২

৬। প্রঃ—রাশেদ মরিয়া গেল। তাহার এক স্ত্রী, মা এবং বাপ রহিয়াছে। এখন কে কত অংশ পাইবে?

উত্তর : রাশেদ মূঃ ৪

স্ত্রী	মাতা	পিতা
১	১	২

৭। প্রঃ—মাজেদ মরিয়া গিয়াছে। মরার সময় তাহার একজন স্ত্রী, মা এবং দাদা জীবিত রহিয়াছে। কে কত অংশ পাইবে ?

উত্তর ঃ

মাজেদ	মৃঃ	১২
স্ত্রী	মাতা	দাদা
৩	৪	৫

৮। প্রঃ—মরিয়ম বিবি মরিয়া গিয়াছে। তাহার স্বামী, মা এবং বাপ রহিয়াছে ? কে কত অংশ পাইবে।

উত্তর :—

মরিয়ম	মৃঃ	৬
স্বামী	মাতা	পিতা
৩	১	২

৯। প্রঃ—রশীদা খানম মরিয়া গিয়াছে। তাহার স্বামী, মাতা এবং দাদা জীবিত আছেন, আর কেহ নাই। এখন কে কত অংশ পাইবে ?

উত্তর :

রশীদা	মৃঃ	৬
স্বামী	মাতা	দাদা
৩	২	১

১০। প্রঃ—খালেদ মরিয়া গিয়াছে। তার এক স্ত্রী, মা, বাপ এবং দুই ভাই বাঁচিয়া আছে। কে কত পাইবে ?

উত্তর ঃ

খালেদ		মৃঃ	১২
স্ত্রী	মা	বাপ	২ ভাই
৩	২	৭	০

১১। প্রঃ—রাশেদ মরিয়া গিয়াছে। তার মা, বাপ, এক ভাই এবং এক ভগ্নী আছে। কে কত অংশ পাইবে?

উত্তরঃ রাশেদ মূঃ ৬

মা বাপ ভাই বোন

১ ৫ ০ ০

১২। প্রঃ—মরিয়ম বিবি মরিয়া গিয়াছে। তার স্বামী, মা, দাদা এবং দুই ভাই আছে। এখন কে কত অংশ পাইবে?

উত্তরঃ মরিয়ম মূঃ ৬

স্বামী মা দাদা ২ ভাই

৩ ১ ২ ০

১৩। প্রঃ—হামেদ মরিয়া গিয়াছে। তার মা, বাপ এবং ১০ মেয়ে আছে। কে কত অংশ পাইবে?

উত্তরঃ হামেদ মূঃ ৬, তছঃ ৩০

মাতা পিতা ১০ কন্যা

১ ১ ৪

১৪। প্রঃ—করীমন মরিয়া গিয়াছে। বাকী আছে শুধু তার স্বামী এবং পাঁচটি ভগ্নী মাত্র, আর কেউ নাই। এখন কে কত অংশ পাইবে?

উত্তর ঃ করীমন মঃ ৬, আঃ ৭, তছঃ ৩৫

স্বামী ৫ বোন

$\frac{৩}{১৫}$ $\frac{৪}{২০}$

১৫। প্রঃ—রাশেদ মরিয়া গিয়াছে। তার একজন স্ত্রী, দাদা, একজন মা-শরীক (বৈপিত্রী) ভগ্নী এবং একজন হাকিকী ভগ্নী আছে। রাশেদের সম্পত্তি কি ভাবে বণ্টন করা হইবে?

উত্তর : রাশেদ মূল ৪

স্ত্রী	দাদা	বৈপিত্রী বোন	বোন
১	৩	০	০

১৬। প্রঃ—খালেদ মারা গিয়াছে। তার একজন স্ত্রী, একটি মেয়ে, একটি হাকিকী ভগ্নী এবং একটি বৈমাত্র ভাই আছে। খালেদের সম্পত্তি কি ভাবে বণ্টন করা হইবে?

উত্তর : খালেদ মূঃ ৮

স্ত্রী	মেয়ে	বোন	বৈমাত্র ভাই
১	৪	৩	০

১৭। প্রঃ—হামিদা খাতুন মারা গিয়াছে। তার স্বামী, একটি মেয়ে, মা এবং একজন হাকিকী ভগ্নী আছে। কে কত অংশ পাইবে?

উত্তর : হামিদা মূঃ ১২

স্বামী	মেয়ে	মা	বোন
৩	৬	২	১

১৮। প্রঃ—হামেদ মারা গিয়াছে। তার এক স্ত্রী, ৮ মেয়ে এবং ৫টি হাকিকী ভগ্নী আছে। কে কত পাইবে?

উত্তর : হামেদ মূঃ ২৪

স্ত্রী	৮ কন্যা	৫ ভগ্নী
৩	১৬	৫

১৯। প্রঃ—রাশেদ মারা গিয়াছে। তার বাপ, নানী (মার মা) এবং দাদী (বাপের মা) আছে। কে কত অংশ পাইবে?

উত্তর : রাশেদ মৃঃ ৬

পিতা	নানী	দাদী
৫	১	০

২০। প্রঃ—খালেদ মারা গিয়াছে। তার ৩ জন স্ত্রী, মা, ৩ জন হাকিকী ভগ্নী এবং ২ জন হাকিকী ভাই আছে। কে কত অংশ পাইবে?

উত্তর : খালেদ মৃঃ ১২

৩ স্ত্রী	৩ ভগ্নী	২ ভাই	মা
৩	৩	৪	২

২১। প্রঃ—তাহের মিঞা মারা গিয়াছে। তাহার একজন স্ত্রী, একটি মেয়ে এবং ৩টি ছেলে বাঁচিয়া আছে। কে কত অংশ পাইবে?

উত্তর : তাহের মৃঃ ৮

স্ত্রী	৩ পুত্র	১ কন্যা
১	৬	১

২২। প্রঃ—রহিমা খাতুন মারা গিয়াছে। তাহার স্বামী, দাদী, ২ জন হাকিকী ভগ্নী, ২ জন আখিয়াফি ভগ্নী এবং ১ জন আল্লাতি ভগ্নী আছে। কে কত অংশ পাইবে?

উত্তর : রহিমা মৃঃ ৬, আঃ ১০

স্বামী	দাদী	বোন	বৈমাঃ বোন	বৈপিঃ বোন
		২	১	২
৩	১	৪	০	২

২৩। প্রঃ—করীমন মারা গিয়াছে। তাহার স্বামী, মা, একজন হাকিকী ভগ্নী এবং একজন চাচা আছে। কে কত অংশ পাইবে?

উত্তর : করীমন মূঃ ৬, আঃ ৭

স্বামী	মাতা	ভগ্নী	চাচা
৩	১	৩	০

২৪। প্রঃ—রহিমা খাতুন মারা গিয়াছে। তাহার স্বামী, একজন হাকিকী ভগ্নী এবং ৬ জন বৈমাত্রী অর্থাৎ আল্লাতী ভগ্নী আছে। কে কত অংশ পাইবে?

উত্তর : রহিমা মূঃ ৬, আঃ ৭ তছঃ ৪২

স্বামী	ভগ্নী	৬ বৈমাত্রী বোন
৩/১৮	৩/১৮	১/৬

২৫। প্রঃ—হামিদা খাতুন মারা গিয়াছে। তাহার স্বামী, মা, একজন হাকিকী ভগ্নী, একজন বৈমাত্রী ভগ্নী এবং একজন বৈপিত্রী ভগ্নী আছে। কে কত অংশ পাইবে?

উত্তর : হামিদা মূল ৬, আঃ ৯

স্বাঃ	মা	বোন	বৈমাঃ বোন	বৈপিঃ বোন
৩	১	৩	১	১

২৬। প্রঃ—রাশেদ মারা গিয়াছে। তাহার মা, দুইজন হাকিকী ভগ্নী, একজন বৈমাত্রী ভগ্নী এবং একজন বৈপিত্রী ভগ্নী আছে। কে কত অংশ পাইবে?

উত্তর : রাশেদ মূল ৬

মা	২ বোন	১ বৈমাঃ বোন	১ বৈপিঃ বোন
১	৪	০	১

২৭। প্রঃ—করীমন মারা গিয়াছে। তাহার স্বামী, আগের ঘরের একটি মেয়ে ও শেষের ঘরের একটি মেয়ে আর মা বাপ আছে। কে কত অংশ পাইবে?

উত্তর : করীমন মৃঃ ১২, আঃ ১৫

স্বামী	২ মেয়ে	মা	বাপ
৩	৮	২	২

২৮। প্রঃ—হামেদ মারা গিয়াছে। তাহার মা এবং মার অন্য ঘরের এক মেয়ে অর্থাৎ হামেদের বৈপিত্রী একটি ভগ্নী আছে; আর কেউ নাই কে কত অংশ পাইবে?

উত্তর : হামেদ মৃঃ ৬, রদ্দ ৩

মাতা	১ বৈপিত্রী ভগ্নী
২	১

২৯। প্রঃ—রাশেদ মারা গিয়াছে। শুধু তার দাদী, আর একজন বৈমাত্রী ভগ্নী আছে আর কেউ নাই, সম্পত্তির কে কত অংশ পাইবে?

উত্তর : রাশেদ মৃঃ ৬, রদ্দ ২

দাদী	১ বৈমাত্রী বোন
১	১

৩০। প্রঃ—খালেদ মারা গিয়াছে। তার মা, একজন চাচাত ভাই, আর একজন চাচাত ভগ্নী আছে। সম্পত্তির অংশ কে কত পাইবে?

উত্তর : খালেদ মৃঃ ৩

মা	১ চাচাত ভাই	১ চাচাত বোন
১	২	০

৩১। প্রঃ—তাহের মারা গিয়াছে। তাহার মা, এক মেয়ে একটি পুত্নী অর্থাৎ ছেলের মেয়ে আর একটি হাকিকী ভগ্নী আছে। এখন কে কত অংশ পাইবে?

উত্তর ঃ তাহের মূঃ ৬

মা	১মেয়ে	১পুত্নী	১ বোন
১	৩	১	১

৩২। প্রঃ—করীমন মারা গিয়াছে। তার স্বামী, এক ভগ্নী, আগের ঘরের একটি মেয়ে, এই ঘরের ছেলে মরিয়া গিয়াছে কিন্তু তার একটি মেয়ে আছে। এখন কে কত অংশ পাইবে?

উত্তর ঃ করীমন মূঃ ১২ তছঃ ২৪

স্বামী	১ বোন	১ মেয়ে	৪ পুত্নী
৩/৬	১/২	৬/১২	২/৪

৩৩। প্রঃ—রাশেদ মারা গিয়াছে। তাহার মা, দুইটি মেয়ে, একটি পোতা এবং তিনটি পুত্নী আছে। কে কত অংশ পাইবে?

উত্তর ঃ রাশেদ মূঃ ৬, তছঃ ৩,

মা	২ মেয়ে	১ পোতা	৩ পুত্নী
		১	
১/৫	৪/২০	২	৩

৩৪। প্রঃ—রহিমা খাতুন মারা গিয়াছে। তাহার স্বামী, মা, বাপ আর একটি ছেলে আছে এবং আর এক ছেলে মরিয়া গিয়াছে। সেই ছেলের ঘরের একটি পুত্নী আছে। কাহার অংশ কত?

উত্তর ঃ রহিমা মূঃ ১২

স্বামী	মা	বাপ	পু	১ পুত্নী
৩	২	২	৫	০

৩৫। প্রঃ—হামিদা মারা গিয়াছে? তার স্বামী, মা, এক ভগ্নী এবং এক ভাই আছে। কে কত অংশ পাইবে?

উত্তর : হামিদা মূঃ ৬, তছঃ ১৮

স্বামী	মা	১ বোন	১ ভাই
		[২]	
$\frac{৩}{৯}$	$\frac{১}{৩}$	২	৪

৩৬। প্রঃ—রাশেদ মারা গিয়াছে। তার এক স্ত্রী, মা, এক ভগ্নী এবং দুই ভাই আছে। কে কত অংশ পাইবে?

উত্তর : রাশেদ মূঃ ১২, তছঃ ৬০

স্ত্রী	মা	১ বোন	২ ভাই
		[৭]	
$\frac{৩}{১৫}$	$\frac{২}{১০}$	৭	২৮

৩৭। প্রঃ—হামিদা মারা গিয়াছে। তার স্বামী, দাদী, নানী, এক ছেলে ও এক মেয়ে আছে। কে কত অংশ পাইবে?

উত্তর : হামিদা মূঃ ১২, তছঃ ৩৬

স্বামী	দাদী	নানী	১ পুত্র	১ কন্যা
	[২]		[৭]	
$\frac{৩}{৯}$	৩	৩	১৪	৭

৩৮। প্রঃ— জয়নব মারা গেল। তার স্বামী রহিল এবং সেই স্বামীই আবার তার চাচাত ভাই ছিল। (কাজেই একজন চাচাত ভাইও রহিল) এবং দাদী রহিল। কে কত অংশ পাইবে?

উত্তর : জয়নব মূঃ ৬

স্বামী	দাদী	১ চাচাত ভাই
৩	১	২

যেহেতু স্বামী চাচাত ভাই ছিল সেহেতু স্বামী মোট সম্পত্তির ৬ ভাগের ৩ + ২ = ৫ পাইবে।

৩৯। প্রঃ—খালেদ মারা গেল। তাহার দুই স্ত্রী রহিল মাত্র। এক স্ত্রী তার চাচাত বোন ছিল, অন্য স্ত্রী খালাত বোন ছিল। কে কত অংশ পাইবে।

উত্তর ঃ খালেদ মূঃ ৪, তছঃ ৮
২ স্ত্রী ১ চাচাত বোন ১ খালাত বোন

[৩]

১/২ ৩ ৩

এক স্ত্রী চাচাত বোন ও এক স্ত্রী খালাত বোন ছিল, তাই মোট সম্পত্তি ৮ ভাগে বিভক্ত করিয়া এক স্ত্রী ১+৩=৪ অংশ এবং তদ্রূপ অন্য স্ত্রীও ১+৩=৪ অংশ পাইবে।

৪০। শাকের মারা গেল। তার মা (মরিয়ম) এক কন্যা এবং এক ভাই ও এক ভগ্নী রহিল। তারপর মেয়েটি মারা গেল, তার স্বামী, দাদী, একটি মেয়ে এবং দুইটি ছেলে রহিল। তারপর ঐ বুড়ী দাদী মারা গেল, তার একটি মেয়ে এবং একটি ছেলে রহিল। তারপর ঐ দুইটি ছেলের একটি ছেলে মারা গেল, তার এক স্ত্রী, এক মেয়ে এবং এক ভাই ও এক ভগ্নী রহিল। এখন জীবিতগণ কে কত অংশ পাইবে?

উত্তর :— শাকের মূঃ ৬, তছঃ ১৮, মুনাঃ ৩৬০ মুনাঃ ১৪৪০
মা (মরিয়ম), কন্যা (হাফেযা) ১ ভাই ১ বোন

[২]

১/৩ (৬০) (৩/৯) ৪/৮০ ৩২০ ২/৪০ ১৬০

হাফেযা (সম্পত্তির $\frac{৯}{১৮}$) মূঃ ১২, তছঃ ৬০

স্বামী দাদী (মরিয়ম) ১ কন্যা ২ পুত্র কমর ও বকর

[৭]

স্বামী	দাদী (মরিয়ম)	১ কন্যা	২ পুত্র কমর ও বকর
$\frac{৩}{১৫}$	$\frac{২}{১০}$	$\frac{৭}{১২}$ $\frac{১৪}{৪২}$	$\frac{১৪}{৪২}$
৪৫	৩০	৮৪	১৬৮

১৮০

মরিয়ম (সম্পত্তি $\frac{৯০}{৩৬০}$) মূঃ ৩

---

১ পুত্র	১ কন্যা
$\frac{১}{৩০}$	$\frac{১}{৩০}$
২৪০	১২০

কমর (সম্পত্তি $\frac{৪২}{৩৬০}$ মূঃ ৮, তছঃ ২৪

স্ত্রী ১ কন্যা ১ ভাই ১ বোন

[৩]

স্ত্রী	১ কন্যা	১ ভাই	১ বোন
$\frac{১}{৮}$	$\frac{৪}{১২}$	$\frac{১৬}{৪২}$	$\frac{৩}{২১}$
২১	৮৪		

৪১। মোমতাজ বেগম মরিয়া গেল। তার সম্পত্তির রহিল ১৪৪০৲ টাকা। তার রহিল—

স্বামী—ছিদ্দিক = $\frac{১}{৪}$ অর্থাৎ ৩৬০৲ টাকা

মা—আয়েশা = $\frac{১}{৬}$ অর্থাৎ ২৪০৲ টাকা

ছেলে—জামাল = $\frac{৭}{৩০}$ অর্থাৎ ৩৩৬৲ টাকা

ছেলে—কামাল = $\frac{৭}{৩০}$ অর্থাৎ ৩৩৬৲ টাকা

মেয়ে—শরিফন = $\frac{৭}{৬০}$ অর্থাৎ ১৬৮৲ টাকা

$\frac{১}{৪}+\frac{১}{৬}=\frac{৩+২}{১২}=\frac{৫}{১২}$

$২\times২\times৩=১২$

$১-\frac{৫}{১২}=\frac{১২-৫}{১২}=\frac{৭}{১২}$

$\frac{৭}{১২}\div৫ ঃ \frac{৭}{১২}\times\frac{১}{৫}=\frac{৭}{৬০}$

$\frac{৭}{৬০}\times২=\frac{৭}{৩০}$

$\frac{১}{৪}+\frac{১}{৬}+\frac{৭}{৩০}+\frac{৭}{৩০}+\frac{৭}{৬০}=\frac{১৫+১০+১৪+১৪+৭=৬০}{৬০}=১$

তারপর মারা গেল জামাল। তার সম্পত্তি হইল মোট সম্পত্তির $\frac{৭}{৩০}$ অর্থাৎ ৩৩৬৲ টাকা এবং তার ওয়ারিস রহিল—

স্ত্রী—হাজেরা $=\frac{১}{৮}$, নানী—আয়েশা $=\frac{১}{৬}$, মেয়ে—করীমন $=\frac{১}{২}$

বাপ—ছিদ্দিক $=\frac{১}{৬}$ এবং অবশিষ্ট $\frac{১}{২৪}$ মোট $=\frac{৫}{২৪}$

ভাই—কামাল = মাহ্‌রূম ভগ্নী—শরিফন = মাহ্‌রূম

কে কত অংশ এবং কে কত টাকা পাইবে?

২ | $\frac{১}{৮}+\frac{১}{৬}+\frac{১}{২}+\frac{১}{৬}$

× | ৪, ৩, ১, ৩

৩ × ৪, ১, ১, ১

$=\frac{৩+৪+১২+৪=২৩}{২৪}=\frac{২৩}{২৪}$

$১-\frac{২৩}{২৪}=\frac{২৪-২৩}{২৪}=\frac{১}{২৪}$

$\frac{১}{৬}+\frac{১}{২৪}=\frac{৪+১}{২৪}=\frac{৫}{২৪}$

সুতরাং জীবিত ওয়ারিসদের অংশ হইবে ঃ

$$ছিদ্দিক = \frac{১}{৪} + \frac{৭}{১৪৪} = \frac{৩৬+৭}{১৪৪} = \frac{৪৩}{১৪৪}$$

$$আয়েশা = \frac{১}{৬} + \frac{৭}{১৮০} = \frac{৩০+৭}{১৮০} = \frac{৩৭}{১৮০}$$

$$কামাল = \frac{৭}{৩০}$$

$$শরিফন = \frac{৭}{৬০}$$

$$করীমন = \frac{৭}{৬০}$$

$$হাজেরা = \frac{৭}{২৪০}$$

$$৩ \Big| \frac{৪৩}{১৪৪} + \frac{৩৭}{১৮০} + \frac{৭}{৩০} + \frac{৭}{৬০} + \frac{৭}{৬০} + \frac{৭}{২৪০}$$

× ১০	৪৮,	৬০,	১০,	২০,	২০,	৮০.
× ২ ×	৪৮,	৬,	×	২,	২,	৮,
৩ ×	২৪,	৩,	×	×	×	৪
৪	৮,	×	×	×	×	৪
×	২,	×	×	×	×	×

$$\frac{৪৩০+২৯৬+৩৩৬+১৬৮+১৬৮+৪২ = ১৪৪০}{১৪৪০} = ১$$

জীবিত ওয়ারিসগণ পাইবে:

ছিদ্দিক = ৩৬০+৭০৲ মোট = ৪৩০৲

আয়েশা = ২৪০+৫৬৲ ,, = ২৯৬৲

কামাল = ৩৩৬৲+নাই ,, = ৩৩৬৲

শরিফন = ১৬৮৲+নাই ,, = ১৬৮৲

করীমন = ১৬৮৲+নাই ,, = ১৬৮৲

হাজেরা = ৪২৲ +নাই ,, = ৪২৲

১৪৪০৲

তাম্মাত বিল খায়ের

আশরাফিয়া লাইব্রেরী
৪, হাকিম হাবিবুর রহমান রোড, ঢাকা-১১
ফোনঃ
এই লাইব্রেরীতে সকল প্রকার ছাপার
কোরআন মজীদ ও মাদ্রাছার যাবতীয়
কিতাব এবং বাংলা ভাষায় বহু ধর্ম্ম গ্রন্থ
পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়ার্থে মৌজুদ থাকে
এতদ্ব্যতীত নিজ কারখানায় খরিদ্দারের
মর্জ্জিমত জেলদ্ (বাইণ্ডিং) করা হয়।
ম্যানেজার